সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৭ ১ - ৭ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব 'দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস'
বৃদ্ধা মা আন্না থামে না তার কান্না

মারীয়ার পিতা-মাতা
সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পর্ব

সৃষ্টির যত্নে
কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের কর্তব্য

বন্ধুত্বের মৃত্যু নেই

তুমি আমার বন্ধু যিশু
তুমি মম সাথী

বন্ধু তোমার জন্য

প্রয়াত সজল হালদার

জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২০ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ মহাখালি, ঢাকা।

গ্রাম : রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

স্মরণ করি তোমায়

মৃত্যু মানুষের জীবনের একটি সব থেকে কঠিন বাস্তব যা অবধারিত কিন্তু মেনে নেওয়া খুব কষ্টসাধ্য। প্রিয়জনের বিয়োগজনিত ব্যাথা থেকে বড় শোক বোধ হয় আর কিছুই হয় না। আমরা আজও তোমাকে হারিয়ে বিপর্যস্ত। তোমার চিরবিদায়ের শূন্যতার ভার আজও আমরা স্বাভাবিকভাবে বহন করার শক্তি পাই না। প্রতিনিয়ত তোমার সাথে আমাদের সুন্দর ও অতি মূল্যবান স্মৃতিগুলো স্মরণ করে তোমার শূন্যতা ভুলে থাকতে চাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আমাদের জীবনে অনেকটা সুখময় ও সুন্দর সময় উপহার দেবার জন্য। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তাই হয়ত ঈশ্বর আমাদের এই সুযোগ দিয়েছিলেন। তবু তোমার সন্তানের বাবার শূন্যতা বড় কষ্ট দেয়। প্রার্থনা করি তুমি পরম শান্তিতে থাক এবং আমরা যেন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারি।

শোকার্ত -

স্ত্রী : শিপ্রা ইমেল্ডা রোজারিও

পুত্র : সাগ্নিক জাস্টিন হালদার

তোমরা ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে

আগ্নেশ রোজারিও

জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৯ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। মা ও বাবা যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সব ভাইবোনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তোমরা চলে গেলে পরম পিতার কোলে। মা ও বাবা তোমরা আমাদের কাছে নেই, তবুও মনে হয় এইতো সেদিন তোমরা আমাদের মাঝে ছিলে হাসি আনন্দে। জান মা-বাবা মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একটু তোমাদের স্নেহ, আদরের ছায়ায় যেতে পারতাম খুবই তৃপ্তি পেতাম। মা ও বাবা তোমাদের খুব miss করি।

ক্লেমেন্ট গমেজ

জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

আশীর্বাদ কর মা ও বাবা আমরা যেন তোমাদের আদর্শ, প্রার্থনাময়তা, আন্তরিকতা, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার ও কঠোর কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে —

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : পুষ্প-প্রয়াত অমিয়, জয়ন্তী-কর্নেল

ছেলে ও ছেলে বউ : সুবাস-সবিতা, বিলাস-স্বপ্না, রিচার্ড-ইভা

ছেলে : ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি

নাতি-নাতনী : সীমা, লিমা, লিজা, পরিনীতা, অমিত, শিজন, জেইডেন, তনয়, মিশেল, সুইডেন ও তুতি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৭
০১ - ০৭ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৭ - ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নবীন-প্রবীণের বন্ধুত্ব

মানব জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি সম্পর্ক বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের গভীরতা এতো বিশাল যে, একে নির্দিষ্ট কথা বা মানদণ্ড দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। বন্ধু মানে এমন একজন যাকে নির্দ্বিধায় মনের সব কথা বলা যায়, যার সঙ্গে নিজের কষ্ট ভাগ করা যায়, যে পাশে থাকলে পৃথিবী জয়ের সাহস পাওয়া যায়। চিন্তা-চেতনা, রুচি ও মনের মিল থেকেই শুরু হয় বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব মানে না কোনো বয়সসীমা। সমমনা দুজন মানুষের মধ্যে যেমনি গড়ে উঠে বন্ধুত্ব তেমনি তরুণ-বৃদ্ধও বন্ধুত্ব গড়তে জানে। তাইতো অনেক পরিবারেই দেখা যায় দাদা-দীদা; নানা-নানীর সাথে নাতি-নাতনীর মধুর সম্পর্ক এবং মিষ্টি বন্ধুত্ব। মানব জীবনের চিরায়িত এই সুন্দর সম্পর্ককে আরো বেশি মর্যাদা ও সম্মান দিতে এবং নির্মল বন্ধুত্বকে জাগিয়ে তুলতে পোপ ফ্রান্সিস এ বছর থেকে জুলাই মাসের শেষ রবিবারকে বিশ্ব মণ্ডলীতে বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান রাখেন। ২৬ জুলাই তারিখে যিশুর নানা-নানী সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার পর্ব দিবসের কথা বিবেচনা করে তিনি এই দিবস পালনের তারিখটি নির্ধারণ করেন। একজন দাদা-দাদী, নানা-নানী স্বাভাবিকভাবেই বয়সে প্রবীণ। আর নাতি-নাতনি বয়সে কিশোর বা তরুণ। প্রবীণের থাকে অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা, দৃঢ়তা ও স্থিরতা আর তরুণের সাথে ক্ষিপ্রতা, সজীবতা, শক্তিমত্তা ও সৃজনশীলতা।

যে বন্ধু সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, বিপদে সহায়তা করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দেয়, ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে, বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করে আলোর পথ দেখায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। একজন দাদা-দাদী, নানা-নানী নাতি-নাতনিদের জন্য এ কাজগুলো করে খুব সহজেই তাদের ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন। একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ দান। তেমনিভাবে একজন দাদা-দাদী, নানা-নানী থাকা ও পাওয়া ঈশ্বরের এক মহাদান। নাতি-নাতনিদের এ দান গ্রহণ করে দাদা-দাদী, নানা-নানীর বন্ধু হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ১ম বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় করা হয়েছে যিশুর সেই কথা: আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি। প্রবীণদের কথা শোনা ও পাশে থাকার মধ্যদিয়ে তরুণেরা প্রবীণদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারে। জীবন চলার পথে তরুণ ও বৃদ্ধদের একে অপরকে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন পোপ। ব্যস্ততার এই সময়ে বৃদ্ধদের সাথে তরুণদের সম্পর্ক আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। দাদা-নানাদের সাথে নাতিদের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ, আলোচনা দরকার। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে আছে ইতিহাসের ভাণ্ডার। তাদের অভিজ্ঞতা বর্তমান প্রজন্মের বেড়ে ওঠায় অনন্য শক্তি হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন পোপ ফ্রান্সিস।

প্রবীণেরা নিজেদের শক্তি, মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে নতুন প্রজন্মকে উন্নতির দিকে চালিত করার সক্ষমতা রাখেন। সঙ্গতকারণেই তাদের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা থাকা দরকার। বর্তমান প্রজন্মের মনে রাখা দরকার একদিন সেও প্রবীণ হবে। তাই এখন প্রবীণদের প্রতি যথার্থ যত্ন ও ভালোবাসা দেখানোর অর্থ হলো নিজের জীবন পরিক্রমাকে সম্মান করা। যদিও প্রায়শঃই সমাজে আমরা দেখি, দাদা-দাদী, নানা-নানীরূপ প্রবীণ ব্যক্তিদের অনেকটা বোঝা হিসেবে দেখা হয়। মনে রাখতে হবে, তারা জীবনে অনেক বড় বড় বোঝা বয়েছেন বলেই আজকে তরুণ প্রজন্ম আরামে রয়েছে।

বয়স্ক মানুষ মানেই একটু দুর্বল, অসুস্থ বা চলাফেরায় ছন্দহীন। সেজন্য তাদের প্রয়োজন নিয়মিত যত্ন, সেবা বা ভালো থাকা-খাওয়া। এসব তাদের মৌলিক অধিকারও। যদিও নানা কারণে অনেক প্রবীণেরা এসব থেকে বঞ্চিত। এক সময়ের কর্মজীবী কিন্তু বর্তমানে অবসরে এমন অনেককে বলতে শোনা যায়, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিরা নিজেদের প্রয়োজনে আলাদা থাকে। সামাজিকতার দোহাই দিয়ে বয়স্ক বাবা-মাকে কাছে রাখেন না অনেককে। এমনকি ঠিকমতো খোঁজ-খবর নেন না বা ভরণপোষণ দেন না। ফলে অনেক প্রবীণ আছেন, যারা জীবন বাঁচাতে এখনও নিয়মিত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু সবারই উচিত বয়স্ক বাবা-মাকে কাছে রেখে দেখাশোনা করা এবং সার্বিক যত্ন নেওয়া॥ †

আমিই সেই জীবন-রুটি : যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না। (*যোহন ৬:৩৫*)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

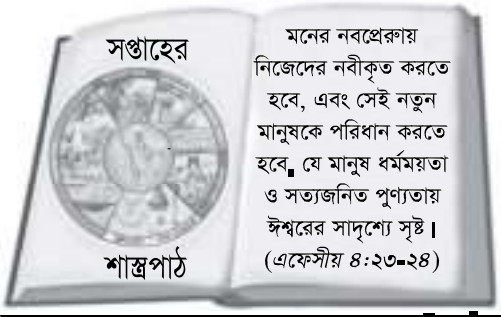

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০১ - ০৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১ আগস্ট, রবিবার
যাত্রা ১৬: ২-৪, ১২-১৫, সাম ৭৮: ৩, ৪খগ, ২৩-২৪, ২৫, ৫৪, এফেসীয় ৪: ১৭, ২০-২৪ , যোহন ৬: ২৪-৩৫

২ আগস্ট, সোমবার
গণনা ১১: ৪খ-১৫, সাম ৮১: ১১-১৬, মথি ১৪: ১৩-২১

৩ আগস্ট, মঙ্গলবার
গণনা ১২: ১-১৩, সাম ৫১: ১-৫, ১০-১১, মথি ১৪: ২২-৩৬ (অথবা ১৫: ১-১৪)

৪ আগস্ট, বুধবার
সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক-এর স্মরণ দিবস
গণনা ১৩: ১-২, ২৫--- ১৪: ১, ২৬-২৯, ৩৪-৩৫, সাম ১০৬: ৬-৭ড়, ১৩-১৪, ২১-২৩, মথি ১৫: ২১-২৮
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এজেকিয়েল ৩: ১৬-২১, সাম ১১৭: ১-২, মথি ৯: ৩৫--- ১০:১

৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
গণনা ২০: ১-১৩, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, মথি ১৬: ১৩-২৩
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
গালাতীয় ৪: ৪-৭, সাম ১১৩: ১-৮, লুক ২: ১-৭

৬ আগস্ট, শুক্রবার
প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর পর্ব
দানিয়েল ৭: ৯-১০, ১৩-১৪; অথবা ২ পিতর ১: ১৬-১৯, সাম ৯৭: ১-২, ৪-৬, ৯, ২ পিতর ১: ১৬-১৯, মার্ক ৯: ২-১০; অথবা মথি ১৭: ১-৯

৭ আগস্ট, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিষ্টযাগ
২ বিবরণ ৬: ৪-১৩, সাম ১৮: ১-৩, ৪৬, ৫০, মথি ১৭: ১৪-২০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৩৫ বিশপ পিটার জে, হার্থ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ ব্রাদার ভিত্তোরিও দে জিউসটি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ফাদার ফ্রান্সিস ব্রাদানিনি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৭ ফাদার এলরেড গমেজ, এসজে (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফাদার পরিমল আই. রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার মেরী প্রকাশ এসএমআরএ (ঢাকা)

২ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৯৯ ফাদার পল সেন্ট অঞ্জে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার এগলে ফার্তিয়ে সিএসসি

৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৬ ফাদার এঞ্জেলো রি. পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ব্রাদার যোসেফ মাসালো এসএক্স (খুলনা)

৬ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৫৭ ফাদার আলেসান্দ্রো বোত্তিনেল্লী (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ফিলোমিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)

৭ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৩০ সিস্টার এম. আলবার্টিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৬ ফাদার যাকোব সাইমন গমেজ ভুরা (ঢাকা)
+ ২০০৬ ফাদার জি. এম. তুরঞ্জয় সিএসসি
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী করুনা এসএমআরএ (ঢাকা)

পরিত্রাণ ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

১২৮৮ "ঐ সময় থেকে প্রেরিতদূতেরা, খ্রিস্টের ইচ্ছা সম্পন্ন করে, নবদীক্ষিতদের উপর হস্ত স্থাপন করে দানরূপ পরম আত্মাকে প্রদান করেছেন যা দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই কারণে হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে দীক্ষাস্নান ও হস্ত স্থাপন খ্রিস্টীয় ধর্ম শিক্ষার প্রাথমিক বিষয়গুলোর মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কাথলিক ঐতিহ্য যথার্থভাবেই হস্ত স্থাপনকে দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের আদর্শরূপ বলে স্বীকার করে, যা পঞ্চাশত্তমীর অনুগ্রহকে একরকম স্থায়ী রূপ দান করে।

১২৮৯ অতি প্রাচীনকলে, পবিত্র আত্মার দানকে আরও অর্থবহ করে প্রকাশ করার জন্য হস্ত স্থপনের সঙ্গে সুগন্ধী তেললেপন (অভিষেক-তেল) যোগ করা হয়। এই অভিলেপন দ্বারা সুচিহ্নিত হয়েছে "খ্রিস্টান" যার অর্থ হচ্ছে "অভিষিক্তজন," যে নামটি স্বয়ং খ্রিস্টের কাছ থেকে এসেছে, যাঁকে ঈশ্বর "পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন।" অভিলেপনের এই অনুষ্ঠান-রীতি প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যে প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই কারণে প্রাচ্য মণ্ডলীসমূহ এই সংস্কারকে তেললেপন সংস্কার আখ্যা দিয়ে আসছে, অর্থাৎ "অভিষেক-তেল" দ্বারা বা Myron দ্বারা অভিলেপন। পাশ্চাত্যে দৃঢ়ীকরণ শব্দটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, এই সংস্কারটি দীক্ষাস্নানকে সুদৃঢ় করে এবং দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ শক্তিশালী করে।

দুই ঐতিহ্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

১২৯০ সাধু সিপ্রিয়ানের বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথম শতাব্দীগুলোতে দৃঢ়ীকরণ সাধারণত দীক্ষাস্নানের সঙ্গে "দ্বৈত সংস্কার" হিসেবে একটি অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপিত হত। অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে, সারা বছর শিশু দীক্ষাস্নানের সংখ্যার আধিক্য, গ্রামীণ ধর্মপল্লীগুলোর সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং ধর্মপ্রদেশসমূহের সংখ্যা-বিস্তারের কারণে দীক্ষাস্নান সংস্কারের সবগুলো অনুষ্ঠানে বিশপের উপস্থিত থাকা সম্ভব হত না। পাশ্চাত্যে, দীক্ষাস্নানের পূর্ণতা বিশপের জন্য সংরক্ষিত রাখার ইচ্ছার কারণে দুইটি সংস্কারকে সাময়িকভাবে আলদা করা হয়েছে। প্রাচ্যমণ্ডলীগুলো দু'টিকে সংযুক্ত রেখেছে যাতে দীক্ষাস্নান প্রদানকারী যাজকই দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদান করতে পারেন। তবে তিনি তা করতে পারেন কেবলমাত্র বিশপ কর্তৃক আশীর্বাদিত "অভিষেক-তেল" দিয়ে।

বিশ্ব "দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস"

উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর

পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতির বাণী

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ ভাইবোনেরা,

আমি বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পরিবার জীবন কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এই বছর জুলাই ২৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গোটা **বিশ্বমণ্ডলীতে "দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস"** উদ্‌যাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ জানি যে, জুলাই ২৬ তারিখ হল যিশুর নানা-নানী, অর্থাৎ মা মারীয়ার পিতা-মাতা সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পার্বণ দিবস। তাই পোপ মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে, প্রতি বছরই বিশ্বমণ্ডলীতে ২৬ জুলাই সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পার্বণ দিবসে (যদি জুলাই ২৬ রবিবার দিন না হয়) তবে নিকটতম রবিবারে "দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস" উদ্‌যাপন করা হবে। এই উপলক্ষে প্রথম বছরে মূলভাব হিসাবে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বেছে নিয়েছেন যিশুর সেই কথা **"আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি"** *(মথি ২৮:২০)*। এই কথাটি মথি লিখিত মঙ্গলসমাচোরের শেষ বাক্যের শেষ অংশ। যিশু স্বর্গারোহণের আগে তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের আশ্বস্ত করে এই কথা বলেছেন, যেন তারা ভয় না পায়; বরং সাহসের সঙ্গে তিনি যা-কিছু আদেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন, তা তাঁর শিষ্যেরা সকলকে পালন করতে শেখান। যিশু হলেন পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, পুত্র ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি যখন বলেছেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তার মানে স্বয়ং ত্রিত্ব-ঈশ্বর আমাদের সকলের সাথে আছেন। তাছাড়া মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যিশুর জন্মের আগে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যখন কুমারী মারীয়ার কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে আসেন, তখন বলেছিলেন "শোন কুমারী কন্যাটি হবে গর্ভবতী, সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। একদিন সবাই তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে।" *(নামটির অর্থ হল : "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন")*।

আমাদের দেশে তথা গোটা বিশ্বে অনেক পরিবারে দাদা-দাদী, নান-নানী ও প্রবীণগণ যথেষ্ট সম্মান-শ্রদ্ধা, মর্যাদা, ভালবাসা ও সেবা-যত্ন পান। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রবচন গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : "নাতি-নাত্‌নীরা বৃদ্ধদের মুকুটের মতো; পিতা-মাতাকে নিয়ে সন্তানরা গর্ব বোধ করে" *(প্রবচন ১৭:৬)*। তার মানে হলো মানুষ যেমন মুকুট মাথায় পরিধান করে গর্ব অনুভব করে, একজন রাজা তার মুকুট জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করে, তেমনি ভাবে নাতি-নাতনীরা দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের কাছে মুকুটের মত এবং তারা নাতি-নাতিনদেরকে সেইভাবে স্নেহ-যত্ন করে, আদর-ভালবাসা ও সুশিক্ষা দান করে, তাদের রক্ষা করে এবং তাদের নিয়েই যেন দাদা-দাদী ও নানা-নানী ও প্রবীণদের সব আনন্দ ও সুন্দর জীবন-যাপন। প্রবচন গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে: "কারো শুভ্র কেশ যেন তার গৌরবের মুকুট, যা অর্জিত ধর্মনিষ্ঠ জীবন-যাপনে" *(প্রবচন ১৬:৩১)*। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও প্রবীণদের জীবন অভিজ্ঞতা, তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা সব-কিছু ধর্মিষ্ঠ জীবন-যাপনের ফসল এবং তাই নাতি-নাতনীরা যেন দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের কাছ থেকে ধর্মিষ্ঠ জীবন-যাপনের সেই সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করে দেহে-মনে-প্রাণে জ্ঞানে-বয়সে ও প্রজ্ঞায় বড় হতে সুযোগ গ্রহণ করে এবং প্রতিনিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা করে। আপনার পরিবার কেমন চলছে? দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণগণ পরিবারে কেমন আছেন ও কিভাবে থাকেন? **ভালবাসায় না কী অবহেলায়?**

আমরা কাউকে, বিশেষভাবে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণগণ, যাদের বাদ দিয়ে আমাদের জীবন চিন্তা করতে পারি না, তাদের যদি আমরা অবহেলা করি, অবজ্ঞা করি, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা ও সেবাযত্ন না করি, উদাসীন থাকি, তবে আমরা মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করি, অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করি। আর ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা, অসম্মান করা মানে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই সব-কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিশ্বর। তিনি আল্‌ফা অর্থাৎ আরম্ভ, এবং তিনি ওমেগা অর্থাৎ সমাপ্তি। এই বিষয়টি মানুষ হিসাবে সকলকেই গভীরভাবে ধ্যান ও উপলব্ধি করতে হবে এবং সে ভাবে জীবন-যাপন করে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। সাধু পল যেমন বলেন, "তোমরা যা-কিছু বল, যা-কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়; তাঁর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরকে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তা যেন হয়" *(কলসীয় ৩:১৭)*। যে ব্যক্তি বা যারা কৃতজ্ঞ থাকে, তারা স্বভাবতই উদার মনের হয় এবং তারা দিনে-দিনে ভালবাসার মানুষে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং সকলকে গ্রহণ করে, শ্রদ্ধা-সম্মান করে ও মর্যাদা দান করে এবং সে বা তারা প্রতিদানে লাভ করে ঈশ্বরের পুরস্কার।

সারা বিশ্বমণ্ডলীতে **"দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস"** উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাদের সকলকে অশেষ শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাই। আমরা যেন কেবলমাত্র আজকের দিনেই বা এ দিবস পালন উপলক্ষেই নয়, কিন্তু বছরে প্রতিদিন দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল, মনোযোগী ও সংবেদনশীল হতে চেষ্টা করি এবং সকলে মিলে প্রতিটি পরিবারে খ্রীস্টিয় আদর্শ বজায় রেখে সমাজে সুদৃষ্টান্ত ও শান্তি স্থাপন করতে পারি। বিশ্বে কোভিড-১৯ মহামারীর এই সংকটের সময়ে সকলের জীবনে, প্রতিটি পরিবারে, বিশেষ ভাবে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের জীবনে ঈশ্বরের অনেক অনুগ্রহ-আশীর্বাদ কামনা করি। ঈশ্বর আমাদের সকলকে তার ভালবাসার আশ্রয়ে সুরক্ষা দান করুন।

+ বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি
ধর্মপাল, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ
চেয়ারম্যান, সিবিসিবি পরিবার জীবন কমিশন
জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস
বৃদ্ধা মা আন্না থামে না তার কান্না

ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা

১। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কেবলমাত্র কাথলিক মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের জন্যেই নয়; বরং এই পৃথিবীর সকল মানুষের কথাই চিন্তা-করেন, ভাবেন, সবার জন্য প্রার্থনা করেন এবং কী কী করলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভিন্ন বসতবাটি এই পৃথিবীর সকল মানুষের প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণ হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেন, নির্দেশনা দেন এবং তা গ্রহণ করতে, জীবনে পালন করতে এবং অন্যের কাছে সত্য, ন্যায় ও শান্তির সাক্ষ্যবহণ করতে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকেই প্রতিনিয়ত আহ্বান জানাচ্ছেন। গর্ভের শিশু থেকে শুরু ক'রে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণসহ সকলের জন্যেই তার মঙ্গল-চিন্তা, তার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ সর্বদা রয়েছে।

এই বছর জুলাই ২৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সারা বিশ্বমণ্ডলীতে **"দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস"** উদ্‌যাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ জানি যে, জুলাই ২৬ তারিখ হল যিশুর নানা-নানী, অর্থাৎ মা মারীয়ার পিতামাতা সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পার্বণ দিবস। তাই পোপ মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে, প্রতি বছরই বিশ্বমণ্ডলীতে ২৬ জুলাই সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পার্বণ দিবসে (যদি জুলাই ২৬ রবিবার দিন না হয়) তবে নিকটতম রবিবারে **"দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস"** উদ্‌যাপন করা হবে। এই উপলক্ষে প্রথম বছরে মূলভাব হিসাবে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বেছে নিয়েছেন যিশুর সেই কথা **"আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি"** *(মথি ২৮:২০)*। এই কথাটি মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের শেষ বাক্যের শেষ অংশ। যিশু স্বর্গারোহণের আগে তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের আশ্বস্ত ক'রে এই কথা বলেছেন, যেন তারা ভয় না পায়; বরং সাহসের সঙ্গে তিনি যা-কিছু আদেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন, তা তাঁর শিষ্যেরা সকলকে পালন করতে শেখান। যিশু হলেন পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, পুত্র ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি যখন বলেছেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তার মানে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের সকলের সাথে আছেন। তাছাড়া মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যিশুর জন্মের আগে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যখন কুমারী মারীয়ার কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে আসেন, তখন বলেছিলেন "শোন কুমারী কন্যাটি হবে গর্ভবতী, সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। একদিন সবাই তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে।" (নামটির অর্থ হল: *"ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন"*)। আমরা যদি কাউকে, বিশেষভাবে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণগণ, যাদের বাদ দিয়ে আমাদের জীবন চিন্তা করতে পারি না, তাদের যদি আমরা অবহেলা করি, অবজ্ঞা করি, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা ও সেবাযত্ন না করি, উদাসীন থাকি, তবে আমরা মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করি। আর ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা, অসম্মান করা মানে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই সব-কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিশ্বর। তিনি আল্‌ফা অর্থাৎ আরম্ভ, এবং তিনি ওমেগা অর্থাৎ সমাপ্তি। এই বিষয়টি মানুষ হিসাবে সকলকেই গভীর ভাবে ধ্যান ও উপলব্ধি করতে হবে এবং সে ভাবে জীবন যাপন ক'রে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। সাধু পল যেমন বলেন, "তোমরা যা-কিছু বল, যা-কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়; তাঁর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরকে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তা যেন হয়" *(কলসীয় ৩:১৭)*। যে ব্যক্তি বা যারা কৃতজ্ঞ থাকে, তারা স্বভাবতঃই উদার মনের হয় এবং তারা দিনে দিনে ভালবাসার মানুষে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং সকলকে গ্রহণ করে, শ্রদ্ধা-সম্মান করে ও মর্যাদা দান করে এবং সে বা তারা প্রতিদানে লাভ করে ঈশ্বরের পুরষ্কার।

২। একবার ধর্মপল্লীতে সেবাকাজের সময় পরিবার পরিদর্শনে গিয়ে এক বৃদ্ধা মায়ের সাথে দেখা হল। ছোট্ট একটি ঘরে কোনমতে থাকেন। তাকে দেখাশুনা ও সেবা-যত্ন করার জন্য বলতে গেলে কেউ নেই। তার সাথে জীবনের গল্প শুনতে শুনতে জানতে পারলাম তার ৫ জন ছেলে-মেয়ে। ৩ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি অতি কষ্টে তার ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বড় হয়ে তারা চাকুরী করছিল এবং সুযোগ পেয়ে কয়েক বছরের মধ্যে ৩ ছেলেই মাকে বাড়ীতে রেখে পরিবারসহ বিদেশে চলে গেছে। আর দুই মেয়ে বিয়ে দেয়ার পর শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। তারা ২ জন নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে আবার তার এক মেয়ে তার স্বামীর সাথে পরিবার নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। দেশে যে মেয়েটি থাকে সে মাঝে মধ্যে দু'একবার মাকে দেখতে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে বলে তার সংসারে অনেক ব্যস্ততা আর তাই মাকে সময় দেবার মত বেশী সময় তার নেই। সুতরাং বৃদ্ধা মা জীবনকালে যেখানে ৫ জন ছেলেমেয়েকে কত কষ্ট ক'রে খেয়ে না খেয়ে বড় করেছেন, সেখানে এখন ৫ জনে মিলেও এক মাকে দেখে না। এই বৃদ্ধা মায়ের নাম আন্না। তার কথা শুনার পরে উপলব্ধি করলাম তার অন্তরে, বুকের ভিতরে জমা কত কান্না। এটা কী কেবল বৃদ্ধা মা আন্নার জীবনের কাহিনী না কী আমাদের নিজেদের পরিবারে আর আশে পাশে অনেক পরিবারে দিনে দিনে বৃদ্ধা মা আন্নার মত অনেক মায়ের, দাদা-দাদী আর নানা-নানীর চোখে থাকে অশ্রুজল আর হৃদয়ে কত কত কান্না। আসলে আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক, অত্যাধুনিক আর ডিজিটালের উন্নয়নের নামে হচ্ছেটা কী আর আমরা যাচ্ছি কোথায়? মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন কী এবং কোথায়? বাড়ী গাড়ী ক'রে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা? না কী মনুষ্যত্ববোধে চিন্তায়-চেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে, ভাবে-স্বভাবে, আচরণে-বিচরণে বড় হওয়া অর্থাৎ মহৎ হওয়া, উদার হওয়া। প্রকৃত মানুষ হওয়া মানে হল আসল মানব উন্নয়ন। অনেকে পড়াশুনা ক'রে হয়তো বড় বড় ডিগ্রী পাচ্ছি, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ কতজনে হতে পেরেছি বা সত্যিকারে মানুষ হচ্ছি?

৩। ধর্মপল্লীতে সেবাকাজের সময় আরেকদিন পরিবার পরির্দশনে গেলাম। গ্রামে কয়েকটি পরিবার পরিদর্শনের পর সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। শেষে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। সেখানে গিয়ে খুব ভাল লাগলো। সেই পরিবারে দেখতে পেলাম দাদু-দাদী আর নাতি-নাতীনেরা একসাথে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখে তারা আমাকে তাদের কাছে বসতে দিলো। আমি বসে তাদের সাথে একটু আলাপ করতে লাগলাম। দাদু-দাদীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কেমন আছেন? তারা সুন্দর হাসি দিয়ে একসাথেই উত্তর দিলো- ফাদার, আমরা খুব ভাল আছি। তাদের সাথে আলাপ করতে করতে জানতে পারলাম তাদের জীবনের বাস্তব গল্প। তারা বলতে লাগলো- ফাদার, আমাদের দু'টি ছেলে আর দু'টি মেয়ে। মেয়ে দু'টি বিয়ের পরে শশুর বাড়ীতে থাকে, তবে তারা প্রায়ই আমাদের দেখতে আসে। যদি কোন কারণে দেখতে আসতে না পারে তবে ফোন করে খোঁজ খবর নেয়। ছোট ছেলে পরিবারসহ বাড়ীতেই আছে আর বড় ছেলেটি বিদেশে থাকে, আর তার ছেলে মেয়ে, স্ত্রী এবং বাড়ীতে যে ছোট ছেলে, তার পরিবারসহ আমরা এখনও একসাথেই আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ঈশ্বর আমাদের কত অনুগ্রহ দান করেছেন এবং একসাথে রেখেছেন এবং আমরা বেশ ভাল আছি। নাতি-নাতীনদের কাছে জানতে চাইলাম তারা কেমন আছে। দুই ছেলের ঘরে ৫ জন নাতি-নাতনী। তারা বললো, ফাদার আমরা খুব ভাল আছি। মা-বাবা, দাদু-দাদী সবাই আমাদের ৫ ভাইবোনকে অনেক ভালবাসে, আদর-যত্ন করে। তারা মাঝে মাঝে আমাদেরকে যিশুর গল্প বলে। যিশুর গল্প আমাদের খুবই ভাল লাগে। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একসাথে প্রার্থনা করি। সেদিন দু'টি বিষয় খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। প্রথমত: বাইবেলে যিশুর সেই কথা, "এ কথা আমি তোমাদের ব'লে রাখছি: তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন-কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয় পূর্ণ করবেন; কেন না দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি" *(মথি ১৮: ১৯-২০)*। দ্বিতীয়তঃ ফাদার প্যাট্রিক পেইটনের কথাও মনে পড়লো- "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে থাকে।" আপনার পরিবার কী একত্রে আছে? পরিবারে প্রতিদিন কী একসাথে প্রার্থনা করেন?

৪। আমাদের আশে-পাশে অনেক পরিবার আছে, কিন্তু কয়টি পরিবার একত্রে আছে? যদি একত্রে না থাকে, তবে কেন একসাথে থাকতে পারছে না অথবা আমরা একসাথে থাকছি না কেন? আপনার পরিবারে কী প্রতিদিন প্রার্থনা হয়? মানুষ কে? কী তার পরিচয়? ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় মানুষ হল- দেহ+মন+আত্মা, এই তিনে পূর্ণ মানব সত্তা। আমরা দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন কত খাবার গ্রহণ করি। মনের খাদ্যের জন্যে কত-কিছু করি, কত-কিছু দেখি, যেমন টিভি দেখা, সিনেমা দেখা, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যাওয়াসহ আরো কত কী! আর আত্মার খাদ্য? আত্মার খাদ্যের জন্য আপনি প্রতিদিন কী কী করেন যেন আপনার আত্মা, আধ্যাত্মিক জীবন বেঁচে থাকে? মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে বলেছেন, **"খাদ্য দেহের পক্ষে যত না গুরুত্বপূর্ণ, প্রার্থনা আমার পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"** দেহের জন্য যেমন প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি আত্মার জন্যেও আমাদের খাদ্য প্রয়োজন। **"আত্মার খাদ্য হল প্রার্থনা।"** প্রার্থনা হলো শান্তি লাভের ভূমিকাস্বরূপ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ। উপরে উল্লেখিত দু'টি পরিবারের চিত্র কেবলমাত্র আলাদাই নয়, কিন্তু ঠিক বিপরীত চিত্র বলা যায়। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমাদের পরিচয় কী ভাবে বহন ক'রে চলেছি? খ্রিস্টান মানে কী? খ্রিস্টের প্রতি যার আছে টান সেইতো প্রকৃত খ্রিস্টান। টান মানে আর্কষণ, আর তাই খ্রিস্টান মানে খ্রিস্টের প্রতি ভালবাসা, অনুরাগ, খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি, খ্রিস্টভক্তের প্রকৃত শক্তি। খ্রিস্টান মানে খ্রিস্টকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা, ব্যক্তি হিসাবে, পরিবারে ও সমাজে। কখনো কী ভেবে দেখেছেন, আমার আপনার জীবনের আসল শক্তির উৎস কী বা কোথায়? বিশপ ফুলটন জে, শীন বলেছেন, **"জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রার্থনার শক্তির চেয়ে এত শক্তিশালী ও এত সান্ত্বনাদায়ী আর কিছুই নেই।"** প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ফ্রাঞ্জ জে, হেইডেন বলেছেন যে, **"প্রার্থনার পর তিনি দেহ ও মনে এক নতুন তেজ ও শক্তি ফিরে পেতেন।"**

৫। **পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা বৃদ্ধ বয়স ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বিষয়ে একটু পাঠ ও ধ্যান করি।** পুরাতন নিয়মে রূথের কাহিনীতে বলা হয়েছে : "সে তোমার মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এনে দেবে, তোমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বনও হবে। কেননা তোমার এই যে বউমা, যে তোমাকে এত ভালবাসে, যার মূল্য তোমার কাছে সাত পুত্রের চেয়েও বেশী, সে-ই তো এই শিশুটির জন্ম দিয়েছে" *(রূথ ৪:১৫)*। আবার সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে : "আমার বৃদ্ধ বয়সে, ওগো দূরে ঠেলে দিয়ো না আমায়; ক্রমে শক্তিহীন আমি! ওগো আমাকে পরিত্যাগ করো না" *(সাম ৭১:৯)*! পবিত্র বাইবেলের এই কথা আমাদের অন্তরে গ্রহণ ও ধারণ করলে, মানুষ হিসাবে আমি আপনি কেবলমাত্র দাদা-দাদী আর নানা-নানী নয়, কিন্তু কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও প্রবীণ ব্যক্তিকে দূরে ঠেলে দিতে পারি না, পরিত্যাগ করতে পারি না। যোবের কাহিনীতেও আমরা লক্ষ্য করি এই কথা: "বৃদ্ধ যারা, তাদেরই অন্তরে প্রজ্ঞা থাকে, দীর্ঘায়ু যারা, তাদেরই মধ্যে থাকে বুদ্ধিবিচার" *(যোব ১২:১২)*। আরো বলা হয়েছে : "এখন পরিণত বয়স যাঁদের, বহু বছর কেটে গেছে যাঁদের, তাঁরাই বরং প্রজ্ঞার কথা বুঝিয়ে বলুন" *(যোব ৩২:৭)*। অনেক সময় সমাজে দেখা যায়, যুবারা বা যাদের বয়স কম, তাদের সাথে প্রবীণদের বা বৃদ্ধদের মধ্যে কেমন যেন একটা দূরত্ব, ফাঁক (distance & gap) বিদ্যমান থাকে। যুবাদের যেমন প্রবীণদের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা, প্রজ্ঞার কথা শুনা প্রয়োজন, তেমনি প্রবীণদেরকে যুবাদের বুঝতে, গ্রহণ করতে ও কাছে টেনে নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে যেন দিনে দিনে দূরত্ব কমে আসে এবং উভয় পক্ষ মিলেই পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে সুন্দর গঠনমূলক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তার বাণীতে বলেন, "হে দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণ ব্যক্তিগণ, সমগ্র মণ্ডলী তোমাদের খুব কাছে আছে, আমাদের নিকটে রয়েছে, তোমাদের কথা মাতামণ্ডলী চিন্তা করে, তোমাদের কথা ভাবে, তোমাদের ভালবাসে এবং তোমাদেরকে পরিত্যাগ করতে চায় না, একা ফেলে রাখতে চায় না।" মণ্ডলী কোন দালান নয়, মণ্ডলী হল খ্রিস্টবিশ্বাসীভক্তের মিলন সমাজ, আমরাই মণ্ডলী। তাই আমরা যেন আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণদেরকে ভালবাসি, তাদের কাছে থাকি এবং তাদেরকে কাছে রাখি, সর্বদা অন্তরে রাখি এবং সেবাযত্ন করি। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের এই কথাগুলো সকলকে আশ্বস্ত করে "তোমাদের বৃদ্ধ বয়সেও আমি তো সেই একই তিনি-ই থাকব; তোমাদের চুলে পাক ধরার পরেও তোমাদের ধরেই থাকব আমি। যা করার আমিই করেছি--এই আমিই তোমাদের করব বহন, এই আমিই ধরে রাখব, রক্ষা-ও করব" *(ইসাইয়া ৪৬:৪)* ॥

অপূর্ব স্বপ্ন

মার্সেল কান্তা

একদা আষাঢ়ে নিদ্রাভঙ্গ পাপিয়ার মরমী ডাকে,
চন্দ্রকিরণে ঝলমল রজনী দৃষ্টি জানালার ফাঁকে।
আকণ্ঠ শুধায় নিমগ্ন যামিনী জ্যোৎস্না গলে পড়ে,
বউ কথা কও পাখি ডাকে ভুবনমোহিনী স্বরে।
ক্ষণে ক্ষণে কলকণ্ঠসুরে আকুল আহ্বান,
দিগন্তব্যাপী ধ্বনি-প্রতিধ্বনি অনিরুদ্ধ অভিমান।
খোলা বাতায়নে কান পেতে শুনি স্বর্গীয় সুরলয়,
অস্ফুটধ্বনি অন্তরে পশে ঝংকারে ঘরময়।
মরজীবনের কামনা-বাসনা সহসা নির্লীপ্ত ,
জেগে জেগে দেখি অপূর্ব স্বপ্ন রোমাঞ্চিত ভীরু চিত্ত।।
ঝিরিঝিরি নাচে ফুল-পলব আলোছায়ার লুকোচুরি,
গন্ধে মাতাল মলয় পবন এ কোন ইন্দ্রপুরী?
সংবেদনে সচল আত্মা মরণ অকুতোভয়,
জগতের বুকে ক্ষণিক অপেক্ষা স্মৃতিটুকু অক্ষয়।
আজো একান্তে অন্তরে জাগে জীবনদায়ক গান,
একই প্রশান্তির অমিয়ধারায় আজো অভিভূত প্রাণ।
আজো সুধা ঝরে হৃদয় অনুভূতির চৈতন্যময় সত্ত্বায়,
বউ কথা কও, বউ কথা কও- অনিন্দ্য মূর্ছনায়।।

মারীয়ার পিতা-মাতা সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পর্ব

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকাঃ যখন মণ্ডলীতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদ্বয়কে সাধু বা সাধ্বী নামে অভিহিত বা আখ্যা দেয়া হয়, নিশ্চয়ই এর পিছনে অনেকগুলো কারণ অন্তনিহিত থাকে। সাধু সাধ্বী ঘোষণার আবার প্রকারভেদ আছে। ধর্মশহীদ হিসেবে সাধু সাধ্বী, ত্যাগী ও মানব সেবাকারী, চির কুমার ও কুমারী থেকে দুস্থ মানবতার সেবা, অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা যত্ন, প্রার্থনাশীল, জনদরদী, অলৌকিক সাধক, ভবিষ্যৎ বক্তা, কর্ম অনুযায়ী প্রতিপালক-প্রতিপালিকা ঘোষণা, জীবন আলেখ্যে সার্বিক বিবেচনায় রেখে সাধু সাধ্বী ঘোষণার রীতি প্রচলিত আছে। ধন্যা মারীয়ার মাতা-পিতা সাধ্বী আন্না ও সাধু যোয়াকিম সম্বন্ধে শাস্ত্রে তেমন কোন তথ্য না পেলেও কিছু কিছু বিষয় বিবেচনায় রেখে ও বাস্তবতার নিরিখে তাদের গুণাবলী অনুসরণে সামান্য আলোকপাত করতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আন্না ও সাধু যোয়াকিমের পরিচিতি : মাতামণ্ডলী তাদের সিদ্ধ পুরুষ ও নারী বা সাধু-সাধ্বী সম্মানে ভূষিত করার, মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট কারণ বা অন্তর্নিহিত আছে। তবে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। অতি প্রাচীন জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মারীয়া, যোয়াকিম ও আন্নার কন্যা। যোয়াকিম দায়ূদ (ডেবিড) বংশের লোক হওয়ায়, মারীয়া ও তাঁর সন্তান যিশুও দায়ূদের বংশধর। সম্ভবতঃ জেরুসালেম নগরে মারীয়ার জন্ম গ্রহণ করেন; কারন সেই সময়ে যোয়াকিম প্যালেষ্টাইনের রাজধানীতে থাকতেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীর প্রথম দিকে ধর্মাধ্যক্ষরা বলেছিলেন যে, মারীয়ার বয়স তিন বছর পূর্ণ হলে তাঁর মা-বাবা তাদের মানত অনুসারে মেয়েটিকে মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেন। অতএব এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নাজারেথ নগরে বাস করা অবস্থায় মা-বাবা অতি উত্তম রূপে নিজেদের কন্যাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখে মন্দিরে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনায় সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে। সংক্ষেপেই যোয়াকিমের ও আন্নার একমাত্র কন্যার মারীয়ার সম্বন্ধে পরিচয় তুলে ধরা হল।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ : যোয়াকিম ও আন্না নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অসীম কৃপা,আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন। কারণ পরমেশ্বরের মহা পরিকল্পনা ও অভিপ্রায়ে তাদের পরিবারের উপর বর্ষিত হলে কন্যা মারীয়ার জন্ম এবং মুক্তিদাতার মা হওয়ার সৌভাগ্য পবিত্র আত্মার প্রভাবে সম্ভব হয়েছে। দায়ূদ বংশের মেয়ে মারীয়া। মা-বাবার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এবং শিক্ষায় অফুরন্ত সহযোগিতা পেয়েছিলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলে। আন্না যোয়াকিম জীবনে ধন্য হয়েছেন। মেয়ে মারীয়া ঈশ্বর পুত্রের মা হওয়ার গৌরব মাত্র 'হ্যাঁ' শব্দের মাধ্যমে সম্ভবপর করেছেন। এ জন্যে তাঁরা প্রভু পরমেশ্বরের গৌরব, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার ডালি নিয়ে স্তুতিগানে মুখর হয়েছেন।

পুরাতন সন্ধিতে সামুয়েলের মাতা আন্না ছিল অভাগা, দুঃখী সন্তান হারা এক স্ত্রী। মারীয়ার মা আন্নার সঙ্গে সামুয়েলের মার তুলনা এ কারণে যে, একটি পুত্র সন্তানের জন্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচঞা করে মন্দিরে প্রার্থনায় অনবরত সময় কাটাতেন। আর সদা প্রভু তাঁর মুখের পানে তাকালেন ও প্রার্থনা মঞ্জুর করে একটি পুত্র সন্তানের মা হতে পেরেছেন। সন্তান প্রাপ্তির পরে আন্না প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ছেলের নাম রাখলেন সামুয়েল। সামুয়েল নামের অর্থ যাচঞা করে পাওয়া। *(১ সামুয়েল ১ঃ ১-২)* আন্না সমস্বরে উচ্চারণ করলেন ঃ

" আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,
আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত;
আমার মুখ বড়াই করে আমার
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত
(১ সামুয়েল ২:১)

মারীয়ার মা আন্না তেমনই প্রার্থনায় রত থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যোয়াকিম ও আন্নার কোল জুড়ে জন্ম নিলেন মারীয়া। মারীয়ার নামকরণ নিয়েও প্রচলিত আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মারীয়াকে রাণী,হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। 'রাণী' শব্দের অর্থ হল-'সর্বোৎকৃষ্ট নারী' অর্থাৎ যিনি তার গুণাবলীর মধ্য দিয়ে সকলের মা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর মারীয়াকে পেয়ে মা-বাবার আনন্দের সীমা ছিল না।

যোয়াকিম ও আন্নার সাধু-সাধ্বী হওয়ার গৌরব : ২৬ জুলাই মাতামণ্ডলী উভয়ের পর্ব পালন করেন। প্রাক্তন প্রথা অনুযায়ী উল্লেখিত আছে যে, ২য় শতাব্দীতে মারীয়ার মাতা পিতার নাম জন সমক্ষে প্রকাশিত হয় । বিশ্বেও সর্বত্র সাধ্বী হিসেবে আন্নাকে ঘোষণা করা হয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এবং ১০ম শতাব্দীতে খুব শীঘ্রই ঘোষিত হয় সাধু যোয়াকিমের নাম। (Everyday Prayer book,Page – 832) বলা হয়েছে খুবই সহজ-সরল ধার্মিকতায় পূর্ণ যোয়াকিম ও আন্নার পরিবার। ধর্মপরায়না আন্না এবং ধর্মভীরু যোয়াকিম পারিবারিক প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ নিয়মিত করতেন। লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত আছে ধার্মিকা বিধবা আন্না নামে এক নারী। তিনি ৮৪ বছর বৃদ্ধা যিনি কখনো মন্দিরের বাইরে যান না; দিনরাত পরমেশ্বরের সেবা করেন উপবাসে আর প্রার্থনায়। *(লূক ২ঃ ৩৬)* সম্ভবত যোয়াকিম ও আন্নার পারিবারিক জীবনে এর ব্যত্যয় হয়নি। মাণ্ডলিক নিয়ম-নীতি, প্রথা এবং আত্মিক প্রেরণাদায়ী কর্মকান্ডে যোয়াকিমের পরিবারকে আত্মিক উদ্ধিপ্ত ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করে সম্মানের সাথে সাধু-সাধ্বীর তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে মাতামণ্ডলী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

সমাপ্তি সূচক কথা : যোয়াকিম ও আন্না শিক্ষাগত জীবনে কতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন তা ধার্মিকতার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাস, আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসা, ঈশ্বর নির্ভর সহজ-সরল এবং কন্যা মারীয়াকে লালন পালন করে ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণে পুত্র যিশুর মা এবং বিশ্ব জননী হওয়ার গৌরব অর্জনে তাদের ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আজ মণ্ডলীতে তাঁরা সাধু-সাধ্বী সম্মানে আসীন হতে সক্ষম হয়েছেন।

জনশ্রুতি অনুযায়ী ধর্মপ্রাণ পরিবার হিসেবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁরা বিশুদ্ধতার পরিচয়ে পরিবার গঠনে দৃঢ়চেতা, ধর্মানুরাগী, পরোপকারী এমন আরো অনেক নৈতিকতা গুণে আত্মিক মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের মাপকাঠীতে কম নয়। ধর্মব্রতী আদর্শ পরিবার হিসেবে একই সঙ্গে সাধু-সাধ্বী হওয়া বিরল ঘটনা। একযোগে প্রার্থনায় জীবন অতিবাহিত করা ঐক্যে থেকে কন্যা মারীয়ার গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন মাত্রায় যোগ থাকায় ঈশ্বর ও মাতা মণ্ডলীর বিবেচনায় ও মূল্যায়নে সঠিক সিদ্ধান্ত স্বরূপ এমন একটি প্রত্যাশিত ঘটনায় দায়ূদ বংশীয় যোয়াকিম ও আন্নার পরিবার আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. মারীয়ার জীবনী বিশপকুঠি, কৃষ্ণনগর নদিয়া, পশ্চিম বঙ্গ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
২. প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা, মারীয়ার নাম প্রসঙ্গ ফাদার দিলীপ এস কস্তা

সৃষ্টির যত্নে কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের কর্তব্য

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

কাথলিক খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড, গ্রহ-তারা এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীব, গাছপালা, প্রাণীকুল, বায়ুমন্ডল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ইত্যাদি সকলই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর তিনি এই সবই সৃষ্টি করেছেন মানুষেরই মঙ্গলের জন্য। তাই আমাদের সকলেরই সৃষ্টির কারণ ও লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। আমরা যারা কাথলিক খ্রিস্টভক্ত, আমাদের বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই এই সৃষ্টি রহস্য ও এর উদ্দেশ্যকে দেখতে হবে। এখানে নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো;

১। সৃষ্টি আমাদের যত্ন করে:

মায়ের যে হাত আমাদের খাওয়ায়, সেই হাতে আমাদের কামড় দেওয়া উচিত নয়। সৃষ্টির যত্নের কথা যখন বলি তখন এই বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। 'ধরিত্রী' বা পৃথিবী হলো আমাদের মায়েরই মত। ধরিত্রী আমাদের খাইয়ে থাকে; আমাদের খাদ্যসহ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা বস্তু আমরা পৃথিবী থেকেই পাই। তাই ধরিত্রীকে যত্ন করা মানে নিজেদেরই যত্ন করা। পৃথিবীর সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক ভাল থাকে, তাহলে আমরা তার যত্ন করব; আর প্রতিদানে আমরাও ভাল থাকব। আমরা যদি পৃথিবী ও এর প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালবাসি ও যত্ন করি, তাহলে পৃথিবীও আমাদের ভালবাসবে ও যত্ন করবে।

২. শান্তি আনয়ন:

ধরিত্রী বা পৃথিবীকে যত্ন করলে প্রতিদানে পৃথিবী আমাদের ভরে দিবে প্রাচুর্য্যে। যখন প্রাচুর্য্য থাকে তখন জগতে ও সমাজে শান্তি বজায় থাকে। প্রাচুর্য্য ও পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলে মানব সমাজে কোন প্রতিযোগিতা বা অবিশ্বাস থাকে না। যার যা প্রাপ্য তা তারা সহজেই পেয়ে যায় বলে সেই সমাজে বা স্থানে কোন অশান্তি সৃষ্টি হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের (Ecology of Nature) মধ্যে যদি ভারসাম্য, শান্তি ও সমন্বয় না থাকে, তাহলে পোপ ১৬শ বেনেডিক্টের ভাষায় মানব প্রকৃতির (Human Ecology) মধ্যেও কোন ভারসাম্য, শান্তি ও সমন্বয় থাকবে না *(বিশ্বশান্তি দিবসের বাণী ২০০৭)*। পোপ মহোদয় সেই বাণীতে বলেছেন, "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে প্রকৃতির প্রতি অসম্মান দেখালে, মানুষের মধ্যেও কোন মিলন ও শান্তি থাকে না। তাই আমরা যদি সত্যিই শান্তি চাই তাহলে আমাদেরকে বেশী করে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' ও 'মানব প্রকৃতি'র মধ্যে যোগ সূত্রটি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে"।

৩। দরিদ্রদের প্রতি অধিক ভালবাসা:

দরিদ্র ও অসহায় জনগণ ভূমির উপর বেশী নির্ভরশীল। প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরই যোগাযোগ বেশী। প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রতিবেশ নষ্ট হলে তাদেরই ক্ষতি হয় বেশী; অথচ তারাই খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপন্য উৎপাদনে জড়িত। এই কারণে এটি একটি 'সামাজিক ন্যায্যতা' সম্পর্কিত বিষয়ও। জলবায়ুর পরিবর্তন বা পরিবেশ বিপর্যয়, দরিদ্রদের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট নিয়ে আসে। সেই জন্য পোপ ফ্রান্সিস জোর

দিয়েই বলেছেন যে "প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও যত্ন করা মানেই প্রতিবেশী মানুষের প্রতি ভালবাসা ও যত্ন" *(তোমার প্রশংসা হোক ৬৭ - Laudato Si)*। মানব সংহতি ও ন্যায্যতার জন্য এই ভালবাসা ও যত্ন অপরিহার্য।

৪। সৌন্দর্য-পরিচ্ছন্ন ও সবুজ:

ঈশ্বরই সৌন্দর্যের উৎস ও সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বপ্রকৃতি ও সকল সৃষ্টি কৃষ্টি ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্যই প্রকাশ করে আর তাঁর গৌরব ও প্রশংসা গান করে। 'পরিচ্ছন্নতা ও সবুজ' হলো সৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রথম ও প্রধান বিষয়। এই সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে আমাদের মানব জীবন ধন্য; এই মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি। ঈশ্বরই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন- আর আমরা তার চিহ্ন দেখতে পাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু আধুনিক মানুষ সৃষ্টির সেই অতিন্দ্রীয় দিকটি ভুলে গিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে 'কাঁচা মালের মত' মত ব্যবহার করছে। পোপ ফ্রান্সিস যেমন বলেছেন, "আমরা অবাক হওয়ার, ধ্যান করার, সৃষ্টির প্রতি শোনার মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি" *(তোমার প্রশংসা হোক)*। আমরা সৃষ্টির প্রতি এই অবাক হওয়ার ও প্রশংসা করার মনোভাব ফিরিয়ে আনতে পারি যদি আমরা চিন্তা করে দেখি এই সৃষ্টির অর্থ কি আর কার কাছ থেকে তা এসেছে। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। 'সৃষ্টির সৌন্দর্য' ঈশ্বরের এমনই এক উপহার যা অব্যাহতভাবে দিতেই থাকে। তাই সেইভাবেই এর যত্ন করা আবশ্যক।

৫। ঈশ্বরের দেওয়া উপহারকে সম্মান করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করি:

আমরা যদি অন্যদের দেওয়া উপহারকে সম্মান করতে না পারি, তাহলে আমরা তাদের যে ভালবাসি সে কথা বলতে পারব না। তাদের দেওয়া জিনিষকে অবহেলা ও অসম্মান করে আমরা তাদেরকেই অবহেলা ও অসম্মান করি। ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন তাঁর সৃষ্টি আর তা তিনি উত্তম আখ্যা দিয়েছেন *(আদি ১ অধ্যায়)*। ঈশ্বরের জন্য যদি কোন জিনিষ ভাল হয়, তা আমাদের জন্যও ভাল হবে। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির সকল দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক মাত্র, মালিক অথবা দখলদার নই যে এই দানকে যাচ্ছে-তাইভাবে ব্যবহার করব বা নষ্ট করব *(মথি ১০:৬; ১ তিমথী ৬:১৭-২১)*। বরং আমরা সৃষ্টিকাজে ঈশ্বরের সহকর্মী বা সহযোগী। সৃষ্টির যত্নেও আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে চাইলে আমরা এই দায়িত্ব পালন না করেই পারি না।

খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমরা কি করতে পারি:

১। প্রথমত: আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন করব, তা অপচয় বা নষ্ট করব না। পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত বনাঞ্চল ও গাছপালা, জলাশয় ও নদ-নদী, বন্যপ্রাণী ও জলজ প্রাণী, ইত্যাদি সংরক্ষণ ও যত্ন করব। বায়ু মন্ডলে কার্বন আধিক্য কমাতে বেশী করে গাছ লাগাব এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখব।

২। যখন আমরা ঘরের বাইরে যাই, তখন আমাদের ঘরের লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি বন্ধ করব। যখন কিছু সময় থেমে কারো সাথে আলাপ করি, তখন আমরা আমাদের গাড়ী বা মটর সাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ রাখি। এইভাবে আমরা

শক্তি (Energy) সংরক্ষণ করতে পারি আর দূষণ (Pollution) কমাতে পারি।

৩। আমরা স্থানীয় শিল্পী-কুশলীদের তৈরী জিনিষপত্র (Fair Trade Products) ব্যবহার করব। আমাদের কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করব। এইভাবে আমরা ন্যায্যতা স্থাপনে অবদান রাখতে পারি ও স্থানীয় জনগণের আয় উপার্জনকে সমর্থন করতে পারি।

৪। আমরা খাদ্য দ্রব্যগুলি (সব্জি, ফল, ইত্যাদি) নবায়নযোগ্য পাত্রে (Renewable Vessels) রাখব। প্লাষ্টিকের পাত্র ও ফয়েল ব্যবহার এড়িয়ে চলব। এইভাবে আমরা বাড়ীর আবর্জনার পরিমাণ কমাতে পারি।

৫। বাড়ীতে বা ধর্মপল্লীতে ফোমের জিনিষপত্র (Styrofoam) ব্যবহার করব না *(কারণ এই ফোম মাটিতে পঁচতে ৫০০ বছর লাগে)*। আসল থালা বাটি ব্যবহার করতে না পারলে, আমরা পুনরায় তৈরী করা যায় (Recyclable), এমন থালা বাটি ব্যবহার করব।

৬। পানি বা জল অপচয় রোধ করব। স্নানের সময় প্রয়োজনের বেশী সাওয়ার (Shower) ছেড়ে রাখব না। দাঁত ঘষা, দাড়ি কাটা, কাপড় ধোয়া, ইত্যাদির সময় পানির কল বন্ধ রাখব। বাগানে জল দিবার সময় আমরা অযথা বাগানের বাইরে জল ছিটাব না।

৭। পুনরায় তৈরী করা যায় (Recyclable), এমন সব বোতল, ক্যান, প্লাষ্টিক কাগজ, পুরাতন ইলেট্রনিক্স, ইত্যাদি ব্যবহার করব এবং অন্যদের তা করতে উৎসাহিত করব। নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable energy) ব্যবহার করব (সৌর বিদ্যুত, উইন্ড মিল, ইত্যাদি)।

৮। বাগান করব যেন টাট্কা ও স্বাস্থ্যকর শাক সব্জি খেতে পারি এবং অন্যদের, বিশেষভাবে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরও দিতে পারি। ফলের গাছ লাগাব যেন টাট্কা ফল খেতে পারি; ঘরের ছাদেও বাগান করতে পারি।

৯। ধর্মপল্লী ও পরিবারে পরিবেশ সচেতনতা দিবস পালন করব। পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর 'প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস' (World Day of Prayers for Environment) উদ্‌যাপন করব।

১০। পরিবেশবান্ধব ও পরিবেশ সংরক্ষণের আইন তৈরীর জন্য আইন প্রণেতাদের কাছে এডভোকেসী (Advocacy) করব যেন কার্বন দূষণ কমিয়ে পরিবেশকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সবুজ করা যায় (Clean and Green)॥

তুমিই আমার বন্ধু যিশু তুমি মম সাথী

রনি রংদী

৩৫০ বছর পূর্বে ইতালির একজন যুবক জেজুইট মিশনারী রেভারেন্ড ফাদার Matthew Ricci-কে চীনে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে একজন প্রৌঢ়ের দেখা পান যিনি খ্রিস্ট ধর্মে নতুন দীক্ষিত হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কিভাবে খ্রিস্টান হলেন। লোকটি ক্রুশের চিহ্ন করে বলতে শুরু করলেন: ফাদার, আমি বনের মধ্যে হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমি খেয়াল করি আমি চোরাবালিতে আটকা পড়ে গেছি। যতই আমি সেখান থেকে ওঠার চেষ্টা করি, ততই আমি আরো চোরাবালিতে ডুবে যাই। তখন একজন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার কাছে সাহায্য চাইলাম। সে আমার দিকে তাকাল ও মৃদু হেসে বলল,"আমি একজন কনফ্যুসিয়ান। তুমি যদি আমার শিক্ষা অনুসারে চলতে তাহলে তুমি এই বিপদে পড়তে না।" এই বলে সে সেখান থেকে চলে গেল। আমি কোমড় পর্যন্ত চোরাবালিতে ডুবে গেছি, তাই আমি স্থির থাকলাম। তারপর সেখান দিয়ে আরেক জন গোলগাল ধরণের মানুষ যাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম। সে বলল,"আমি বুদ্ধা। নড়াচড়া কর না, বালুর সাথে যুদ্ধ কর না। হাত জোড় কর আর চিন্তা কর, তুমি নির্বাণ, শান্তি, স্বর্গ খুঁজে পাবে যা সকলেই পেতে চায়।" এই বলে সেও চলে গেল। এরপর আরেকজন এলো। সে শুভ্র পাদ্রির পোশাক পড়েছিল কিন্তু তিনি দুঃখিত ছিলেন। সে কিছু বলছিল না। কিন্তু সে চোরাবালিতে ঢুকে হাত বাড়িয়ে দিল ও আমাকে টেনে তুলল। সে আমার জামা কাপড় পরিষ্কার করতেও সাহায্য করল এবং তার ব্যাগে যে খাবার ছিল তা আমাকে খেতে দিল এবং বলল,"আমার সাথে এসো।" আমি প্রশ্ন করলাম," আপনি কে?" তিনি বললেন-

"আমি জগতের আলো যার আসবার কথা ছিল । সকল আত্মাকে অনন্ত জীবনের পথে পরিচালিত করতে আমাকে পাঠানো হয়েছে ।" ফাদার বুঝতে পারলেন তিনি কোনো ঈশ্বরের পবিত্র মানুষের দেখা পেয়েছিলেন ।

মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সাহায্য ব্যতীত সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তখন সে এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। যে তার কষ্ট বা সমস্যাকে উপলব্ধি করবে ও তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে ও সান্ত্বনা দিবে, ব্যর্থতা ভুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে। এমন আদর্শ বন্ধু হলেন আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট। যিনি আমাদের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা উপলব্ধি করতে পারেন ও আমাদের সেই মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। উল্লেখিত ঘটনার ব্যক্তিটি যার সাক্ষী। যেখানে বিপদে পড়া ব্যক্তিটি সাহায্য চেয়েও কারো কাছে সাহায্য পাননি, সেখানে প্রভু যিশু একজন পবিত্র মানুষের মধ্য দিয়ে তাকে নিশ্চিত মৃত্যু হতে উদ্ধার করেছেন। মঙ্গলসমাচারে দেখি, যিশু কিভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্টের সময় তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করেছেন। অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে একটি পরিবারের মান-সম্মান রক্ষা করেছেন, ৩৮ বছর ধরে যিনি রোগে ভুগছিলেন তাকে সুস্থ করেন, পাঁচ হাজার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করে তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন, অপদূত তাড়িয়ে সুস্থ করেছেন, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থতা দান করেছেন, খোঁড়াকে হাঁটার শক্তি দিয়েছেন, মৃতকে জীবন দান করেছেন ইত্যাদি অনেক আশ্চর্য কাজ বাইবেলে বর্ণিত আছে যেখানে প্রভু যিশু খ্রিস্ট মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করেছেন। এমনকি অবশেষে নিজের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ আমাদের পাপের জীবন হতে মুক্তি দানের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে বন্ধুত্বের চরম আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। যে বন্ধুত্বের ত্যাগস্বীকারে নেই কোনো স্বার্থ।

দুই ধরণের ভালবাসা রয়েছে। একটি হলো বন্ধুত্বের ভালবাসা। অন্যটি হলো কাম-লালসাযুক্ত ভালবাসা। প্রথমটির লক্ষ্য হলো অন্যের ভালো বা মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করা আর অপরটির লক্ষ্য হলো নিজের সুবিধার দিকে নজর রাখা।

যিশুর ভালবাসা বন্ধুত্বের ভালবাসা। যিনি কখনও নিজের চিন্তা করেন না। তিনি ভাবেন আমাদেরকে নিয়ে। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন আমাদের মুক্তি সাধনের জন্য, লজ্জাজনক ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করেছেন আমাদের জন্য। তার জীবন কালে তিনি অন্যের উপকারই করে গেছেন। তিনি হলেন প্রকৃত বন্ধু। যিনি সর্বদা তার বন্ধুর(আমাদের) সাথে থাকেন, সুখে-দুঃখে সাহায্যের হাত বড়িয়ে দেন। আমরা তাঁকে ভুলে গেলেও তিনি আমাদের কখনও ভুলে যান না। বরং আমাদের তিনি সবসময় ডাকেন যেন আমরা তার কাছে ফিরে যাই। তাই তো যিশু বলেন,"তোমরা আমার বন্ধু" *(যোহন ১৫:১৪ পদ)*। আর এই বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। বন্ধুর সাথে কথা বলতে হয়, তার সাথে দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ সব কিছু সহভাগিতা করতে হয়। বন্ধুর সাথে কথা বলার একমাত্র মাধ্যম হলো প্রার্থনা। নিয়মিত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বন্ধুর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে পারি।

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধন্য যোসেফ সাধু যোসেফ (সাধু যোসেফ বর্ষ উপলক্ষে)

কথা, সুর, স্বরলিপি: রেভা : লেনার্ড রোজারিও (কাকরাইল, ঢাকা, মে -২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

বিশ্বনন্দিত, প্রসাদে মণ্ডিত
গুণে গুণান্বিত গুণের সম্মান,
আনন্দ ঝঙ্কারে ত্রিভুবন-বন্দিত
চিন্তা-কথা-কাজে ছন্দিত।
বিশ্ব জন পালক গণ্য সুমহান
তাই তো গায় সবে তাঁর গুণগান।
ধন্য যোসেফ, সাধু যোসেফ॥

পুণ্য পরিবারে দিশারী সব পথে
দায়িত্বে প্রভু-তোষী দিবাতে নিশীথে,
নীরব অনুভবে জীবনে মননে
নীরব সেবাদাতা ভরণে-পোষণে।
প্রতিকূল বাঁধা শত বিপদে স্থিরচিত্।
অটলা বিশ্বাসে স্থাপিত প্রেম-ভিত্।
ধন্য যোসেফ, সাধু যোসেফ॥

ঐশ আইন মতে চালিত মহাপ্রাণ,
সত্যে-সিদ্ধিতে জানান আহ্বান।
ধর্মে অনুরাগী ঐশ ইচ্ছাধ্যানী
ছুলেন, কোলে নিলেন ঈশ্বরকে বুকে টানি,
শুনিনি দেখিনি কখনো এমনি
তাই মানুষ মাঝে শ্রেষ্ঠ সাধু তিনি।
পিতার পবিত্রতায় নরোত্তম অভিপ্রেত,
বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালক সতত।
ধন্য যোসেফ, সাধু যোসেফ॥

II	র্সা	।	র্সা	না	।	পা	পা	পা	ধা	মা	পা	।	পা	পা	I
	বি	০	শ্ব	ন	০	ন্দি	ত	প্র	সা	দে	ম	০	ণ্ডি	ত	
I	পা	না	র্রা	র্রা	।	না	পা	ধা	না	র্রা	র্সা	।	-া	-া	I
	গু	ণ	গু	ণা	০	ন্বি	ত	গু	ণ	স	ম্মা	০	০	ন্	
I	পা	ধা	মা	মা	-া	মা	মা	গা	গা	সা	রা	-া	রা	রা	I
	আ	ন	ন্দ	ঝ	০	ঙ্কা	রে	ত্রি	ভু	বন্	ব	০	ন্দি	ত	
I	রা	মা	পা	না	না	ধা	না	র্সা	না	ধা	পা	-া	-া	-া	I
	চি	০	ন্তা	ক	থা	কা	জে	ছ	০	ন্দি	ত	০	০	০	
I	পা	ধা	মা	মা	মা	মা	মা	গা	মা	ণা	ধা	ধা	পা	-া	I
	বি	০	শ্ব	জ	ন	পা	লক্	গ	০	ন্য	সু	ম	হা	ন্	
I	না	-া	না	ধনা	র্সা	না	ধপা	মা	পা	পা	পা	-া	-া	-া	I
	তা	ই	তো	গা ০	য়	স	বে০	তাঁর্	গু	ণ	গা	০	০	ন্	
I	পা	ধা	মা	মা	মা	মা	মা	গা	।	সা	রা	রা	রা	-া	I
	বি	০	শ্ব	জ	ন	পা	লক্	গ	০	ণ্য	সু	ম	হা	ন্	
I	রা	মা	পা	না	।	না	র্রা	র্গা	র্গা	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	I
	তা	ই	তো	গা	য়	স	বে	তাঁর্	গু	ণ	গা	০	০	ন্	
I	পা	গা	পা	র্সা	না	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	I
	ধ	০	ন্য	যো	০	সে	ফ্	সা	ধু	যো	সে	০	০	ফ্	
II{	পা	।	পা	না	না	ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	না	ধা	না	র্সা	I
	পু	০	ণ্য	প	রি	বা	রে	দি	শা	রী	স	ব	প	থে	
I	পা	র্সা	র্সা	না	র্সা	ধা	না	মা	ধা	র্সা	না	-া	ধপা	পা	}II
	দা	য়ি	ত্বে	প্র	ভু	তো	ষী	দি	বা	তে	নি	০	শী০	থে	
I	মা	মা	মা	গা	মা	গা	রা	পা	পা	পা	পা	ক্ষা	পা	পা	I
	নী	র	ব	অ	নু	ভ	বে	জী	ব	নে	ম		ন	নে	
I	ধা	না	র্সা	না	না	ধপা	পা	মা	পা	ধা	পধা	মপা	মা	গা	I
	নী	র	ব	সে	বা	দা০	তা	ভ	র	ণে	পে০	০০	ষ	ণে	
I	পা	র্গা	র্গা	র্রা	র্গা	র্রা	র্সা	না	না	পা	নর্বা	র্গা	র্সা	-া	I
	প্র	তি	কূল্	বাঁ	ধা	শ	ত	বি	প	দে	স্থি০	র্	চি	ত্	
I	পা	ধা	ধা	মা	।	মা	গা	রা	পা	পা	রা	রা	সা	।	I
	অ	ট	লা	বি	০	শ্বা	সে	স্থা	পি	ত	প্রে	ম	ভি	ত্	

I	পা	গা	পা	র্সা	না	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	II
	ধ	০	ন্য	যো	০	সে	ফ্	সা	ধু	যো	সে	০	০	ফ্	
I	সা	-া	ন্া	সা	া	সা	সা	মা	গা	রা	পা	ক্ষা	পা	-া	I
	ঐ	০	শ	আ	ইন্	ম	তে	চা	লি	ত	ম	হা	প্রা	ণ্	
I	গা	মা	ধা	মা	-া	রা	রা	পা	পা	-া	ন্া	রা	সা	-া	I
	স	০	ত্যে	সি	০	দ্ধি	তে	জা	না	য়্	আ	হ	বা	ন্	
II{	পা	-া	পা	না	না	ধা	না	র্সা	া	র্সা	না	ধা	না	র্সা	I
	ধ	০	র্মে	অ	নু	রা	গী	ঐ	০	শ	ই	চ্ছা	ধ্যা	নী	
I	পা	র্সা	র্সা	পা	র্সা	ধা	না	মা	ধা	র্গা	না	না	ধপা	পা}	I
	ছু	লেন্	কো	লে	০	নি	লেন্	ঈ	শ্বর্	কে	বু	কে	টা ০	নি}	
I	মা	মা	মা	গা	মা	গা	রা	পা	পা	পা	পা	ক্ষা	পা	পা	I
	শু	নি	নি	দে	র	যি	নি	ক	খ	নো	এ	০	ম	নি	
I	ধা	না	র্সা	না	-া	ধপা	পা	মা	পা	ধা	পধা	মপা/	মা	গা	I
	তা	ই	মা	নু	ষ্	মা০	ঝে	শ্রে	০	ষ্ঠ	সা০	ধ০	তি	নি	
I	পা	র্গা	া	র্রা	র্গা	র্রা	র্সা	না	না	পা	নর্রা	র্গা/	র্সা	র্সা	I
	পি	তা	র্	প	বি	ত্র	তায়্	ন	রো	ত্তম্	অ০	ভি	প্রে	ত	
I	পা	ধা	ধা	মা	-া	মা	গা	রা	পা	পা	রাঁ	রা/	সা	সাঁ	I
	বি	০	শ্ব	ম	০	ঙ	লীর্	প্র	তি	পা	লক্	স	ত	ত	
I	পা	গা	পা	র্সা	না	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা-	া/	া	া	II
	ধ	০	ন্য	যো	০	সে	ফ্	সা	ধু	যো	সে	০	০	ফ্	

তুমিই আমার বন্ধু যিশু তুমি মম...

(১০ পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থনা এমন কোনো কৌশল নয় যে তা আয়ত্ব করা যায়। প্রার্থনা একটি অনুগ্রহদান যা গ্রহণ করতে হয় এবং ব্যবহার করতে হয়। প্রার্থনা একটি প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক আর এই সম্পর্ক স্থাপন করে ঐশ-পুত্রত্বের আত্মা। আভিলার সাধ্বী তেরেজা এই সত্য ব্যাখ্যা করে বলেন:"প্রার্থনা আর কিছুই নয়, প্রার্থনা হলো অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, ঈশ্বরের সাথে অন্তরঙ্গ সংলাপ, যার সহায়তায় আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন।" তবে শুধু প্রার্থনা নয়, পালন করতে হবে তার আজ্ঞাবলিও। প্রার্থনা করে তার আজ্ঞাবলি পালন না করলে বৃথাই সে প্রার্থনা। প্রভু যিশু তিনি যখন আমাদের বন্ধু বলছেন সাথে সাথে তিনি একটি শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। তা হলো,"তোমরা আমার বন্ধু অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তাই কর "*(যোহন ১৫:১৪)*। প্রভু যিশুর আদেশ অনুসারে প্রধান আদেশ হলো -

"তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হলো এই, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে"*(মার্ক ১২:৩০-৩১)*।

প্রভু যিশুর এই দুটি আদেশ ন্যায়সঙ্গতভাবে পালনের মাধ্যমে আমরা বন্ধুত্বের বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারব। লক্ষ্য করলে দেখব, যিশু এই দুটি আদেশ পালন করতে বলেছেন নিজের মঙ্গলের জন্য নয় বরং আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমরা যখন প্রতিবেশীকে ভালবাসব তখন আমরা সকল মন্দ কাজ হতে বিরত থাকব। কেননা মন্দ কাজ আমার প্রতিবেশীকে কোনো না কোন ভাবে কষ্ট দিতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে। প্রতিবেশীকে ভালবাসলে তা হওয়ার সুযোগ হবে না। তা হতে বিরত থাকব। সকল দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ঝগড়া ইত্যাদি হতে দূরে থাকব। এভাবে মন্দতার স্পর্শের বাইরে থেকে আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হব তাকে ভালবাসতে। ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষিত হবে। আমরা স্বর্গরাজ্যের ঐশ সন্তান হয়ে উঠব। ভালবাসা ঈশ্বরের এমন একটি অনুগ্রহদান যা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র পন্থা। প্রভু যিশুর সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন আমাদের শাশ্বত জীবনেই পরিচালিত করে। প্রতিদিনকার জীবনে আমরা এই বন্ধুর সাহচার্য অনুভব করতে পারি। তিনি আমাদের প্রতি মূহূর্তেই বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন কিন্তু তা আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। যেমন: প্রতিনিয়ত সড়ক দূর্ঘটনায় বা অন্য যে কোনো দূর্ঘটনায়, বজ্রপাতে, এমনকি বর্তমান মহামারীতে কত মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু সেই একই পৃথিবীর মানুষ হয়ে একই আকাশের নিচে বসবাস করে আমরা এখনও বেঁচে আছি। এটি প্রভু যিশুর অনেক বড় অনুগ্রহ আমাদের উপর। তাই তো আমরা তার সান্নিধ্য আমরা এখনও পেয়ে থাকি। কেননা তিনি সর্বদা আমাদের বন্ধু বলে ডাকেন। কিন্তু আমরা তার বন্ধুত্বের মর্যাদা কতটুকু দিতে পারছি ! তার দেওয়া আদেশ আমরা কতটুকু পালন করছি ! এভাবে দৈনন্দিন জীবনে প্রভু যিশু খ্রিস্ট বন্ধুর মতো আমাদের পাশে আছেন, থাকেন ও থাকবেন। তিনি আমাদের ছেড়ে কখনও যাবেন না। কেননা আমরা তার বন্ধু। আমাদেরও তার এই বন্ধুত্বের ডাকে সাড়া দিতে হয় নিয়মিত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ও তার আজ্ঞা পালনের মাধ্যমে। তাহলেই তো আমরা এই বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে পারব। যা আমাদেরকে স্বর্গের অনন্ত সুখ দান করে। তাই গানে গানে বলতে হয়,

"তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী
(গীতাবলী ২০২)"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা
২. যীশুর সাথে বন্ধুত্ব (ইংরেজি: মার্চেলিনো ইরাগুরী ওসিডি, বাংলা: ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি)
3. Little virtues book
4. Homilies and short sermons for all occasions (Reverend William A. Leising, O.M.I.)

বন্ধু তোমার জন্য

সিস্টার সুমনা ষ্টেলা ত্রিপুরা

বন্ধুত্ব হলো একটি ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক, যেন দুটি শরীরে বিদ্যমান একটি আত্মা যেখানে পরস্পরের মাঝে নিজের সত্তাকে খুঁজে পায়। আমাদের প্রত্যেকেরই বন্ধুত্ব নিয়ে কম-বেশি ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জীবনে কোন বন্ধু ছিল না। অনেকেরই খারাপ বন্ধুত্ব নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, আবার অনেকেরই ভাল বন্ধুর সংস্পর্শে প্রকৃত মানুষও হয়েছে। ভাল বন্ধু ঈশ্বরের একটা বিশেষ দান যা অনেকে পায় আবার অনেকে পায় না। এই বিশেষ দানের জন্যে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করতে হয়। ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম বলেছের, "একটি বই একটি বন্ধুর সমান কিন্তু একজন বন্ধু একটি লাইব্রেরীর সমান।" জীবনে চলার পথে আমাদের কারো না কারো সাহায্যের পয়োজন কারণ আমরা কখনো একা পথ চলতে পারি না, আর এই সাহায্যের তাগিদেই একজন বন্ধুর প্রয়োজন। মূলত বন্ধু হল সে-ই যার সাথে সকল আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্বপ্ন ইত্যাদি চোখ বন্ধ করে নির্দ্বিধায় ভাগাভাগি করা যায়। অক্সিজেন ছাড়া যেমন মুহূর্তও বাঁচা যায় না তেমনি বন্ধু ছাড়া এক মুহূর্তও পথ চলা অতি দুষ্কর। বন্ধু মানেই তো হাতে হাত রেখে একসাথে পথ চলা, প্রাণ খোলা হাসি আড্ডা, একটু খুনসুটি, অভিমান করা। যখন কষ্টে থাকে তখন পাশে থেকে সাহস দিয়ে বলা বন্ধু এই তো আমি তোমার পাশে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধুও তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ"। বলা যায়, বন্ধুত্ব সম্পর্কটা বিশেষ। এই সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বয়স মান-মর্যাদা, জাত-পাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তবে আমরা অনেকবার বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভুল করি। অনেকবার অনেকেই খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শে জীবন ধ্বংসের পথে পা বাড়ায় আবার অনেকেই চিরতরে হারিয়ে যায়।

পবিত্র বাইবেলের আলোকে বন্ধুত্ব : পবিত্র বাইবেলে পুরাতন ও নতুন নিয়মে বন্ধুত্ব নিয়ে বেশ কয়েকটি সুন্দর বাণী পাওয়া যায়। যেমন : "বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়, তেমন বন্ধুকে যে পায়, সেতো মহাধন পায়। বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনদায়ী অমৃতের মত, যারা প্রভুকে ভয় করে, তারাই তেমন বন্ধুকে পাবে। প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুকে সূক্ষভাবে পরীক্ষা করে, কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমন হবে। *(বেনসিরা ৬:১৪-১৭)*

বন্ধু সব সময় ভালবাসে, ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয় *(প্রবচন ১৭:১৭)*। "গন্ধদ্রব্য ও ধূপ হৃদয়কে আনন্দিত করে তোলে, তেমনি বন্ধুর মাধুর্য স্বনির্ভরশীলতার চেয়ে মূল্যবান।" *(প্রবচন ১৭:১৭)*

বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৫:১৩)* যিশুর পৈরিতিক জীবনে বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিল। তিনি বেথানিয়ায় লাসারের বাড়িতে প্রায় যেতেন, এমন কি লাসারের মৃত্যু সময়েও তিনি মানবিক ভাবে আবেগিক হয়ে ওঠেছিলেন *(যোহন ১১:৩৫-৩৬ পদ)*। এছাড়াও তাঁর বারোজন শিষ্যদের মাঝে যোহনকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। যিশু মেষ ভোজের সময়ে, তাঁর ভাবীমৃত্যুর দায়ী যুদার নাম কেবল যোহনকেই বলেছিলেন। ক্রুশের মৃত্যুর শেষ সন্ধিক্ষণে এই যোহনের কাছেই যিশু তাঁর মায়ের দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর এটাই প্রমাণ করে, প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও ঝুঁকি নেওয়া।

বন্ধুত্বের বর্তমান চিত্র : বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও"-ওপারে বাংলার শিল্পী শ্রীকান্তের গাওয়া এই গানের লাইনটি বর্তমান বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। কারণ, মিডিয়ার বদৌলতে যেভাবে আমাদের বন্ধুর সংখ্যা তরতর বাড়ছে, সেখানে কে খাঁটি আর কে নকল বন্ধু বুঝা বড় দায়। বর্তমানে যে বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো দেখা যায়, কিছুটা ছেলে মানষী সম্পর্ক, এই আছে কাল নেই। আবার দেখা যায় নিজেদের মান-মর্যাদা বজায় রেখে বন্ধুত্ব কিংবা স্বার্থের কারণে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের পেছনে যখন কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকে সে বন্ধুত্ব বেশিদিন টেকে না। একজন প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর কাছ থেকে কিছুই আশা না করে বরং দিয়েই যায়, আর এই দেয়ার মাঝেই তার প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়। এই জন্যে বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আবেগিক না হয়ে বরং পরিপক্কতার সাথে সেটা বিবেচনা করতে হবে,"বন্ধুত্ব গড়তে ধীরগতির হও, কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে গেলে তা প্রতিনিয়তই তার পরিচর্যা করো"-সক্রেটিস। কথায় আছে, পরশ পাথরে যেমন সোনা হয় তেমনি ভাল বন্ধুর সংস্পর্শ পেলে একজন খারাপ বন্ধুও ভাল হয়ে যায়, আবার এর উল্টোটাও অনেকবার হয়। আমাদের জীবনে অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে, এতে কোন খারাপ নেই, এই অনেকের মধ্যেই দু'একজনই প্রকৃত বন্ধু হয়ে থাকে। তাছাড়া, এখন প্রায়ই দেখা যায় ছেলে-মেয়েরা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্কে, যদিও আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে এই বিপরীত লিঙ্গ বন্ধুত্বকে বাঁকা চোখে দেখতো, (এখনও যে দেখে না তা নয়)। তবে যারই সাথে বন্ধুত্ব হোক না কেন বা সমাজ আর চারিপাশে কে কি বলছে সেটা বড় বিষয় না আমার যার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক সুন্দর সেটাই বড়। অবশ্যই এই সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বন্ধুত্বের কিছু গুনাবলী দরকার।

পরস্পরের প্রতি সম্মান করা : যেমন; বন্ধুত্বের মাঝে পরস্পরের প্রতি যদি সম্মান বজায় রেখে চলি, তাহলে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও মসৃণ এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। কারণ, অনেকবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা না হলে অনেকবার সম্পর্কের ফাটলও ধরে খুব তাড়াতাড়ি।

উৎসাহিত করা : বর্তমানে আমাদের সমাজে করোনা ভাইরাসের মত একটি বড় রোগ হলো অন্যের ক্ষতি করা। অন্যের ভাল না চাওয়া। একজন খাঁটি বন্ধুই পারে বন্ধুকে উৎসাহিত করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সে কখনো বন্ধুকে নিরুৎসাহিত করবে না। যা ভাল সে সেটা দেখিয়ে দিবে, কোন প্রকারেই বন্ধুর ক্ষতি চাইবে না। ডেমোক্রিটাস বলেন, একজন সৎ বন্ধু যার জীবনে নেই, তার জীবন দুঃসহ।

গ্রহণীয় মনোভাব : বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে গ্রহণীয় মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং অদ্বিতীয়। অনেকবার দেখা যায়, সম্পর্ক ভাল হলে বন্ধুকে নিজের মত রাখতে চাই কিংবা তোমার এটা ভাল না ওটা ভাল না, ঔটা করো না, হাজারটা দোষ ত্রুটি, শিক্ষা দিয়ে থাকে। সে যেভাবে আছে সেভাবে চলতে বা গ্রহণ করতে না পারায় এক সময় বন্ধুত্ব সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

আস্থাশীল ব্যক্তি হওয়া : যখন সত্যিকার বন্ধুত্ব সম্পর্ক শুরু হয়, তখন পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ে। অনেকবার বন্ধু বিশ্বাস নিয়ে কিছু কথা বা সমস্যা বলতে পারে। সেক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। অনেকেই আছে, এক বন্ধুর কথা আরেক বন্ধুর কানে লাগায় আবার, অনেকবার হঠাৎ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে সব কথা বের হয়ে যায়। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, একজন বিশ্বাসীর ব্যক্তি হয়ে ওঠার ও ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতার পরিচয়।

সৎ সাহস/সাহসী ব্যক্তি হওয়া : অনেকবার দেখা যায় বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার ভয়ে বন্ধুর ভুল পথে গেলেও কোন সংশোধন বা ভুল ধরিয়ে দেয় না, কিংবা সে ভুল করলেও নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে যায়। এটা সত্যিকারে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। কারণ, যে সত্যিকার ভাবে ভালবাসে সে কখনও চাইবে না তাকে বিপথে ঠেলে দিতে। বন্ধুকে ভুল ধরিয়ে দেওয়া কিংবা সত্যিকথা বলার সাহস না থাকে সেখানে প্রকৃত সম্পর্ক হতে পারে না। এক সময় সে সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। এছাড়াও বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে দেখতে হবে, বিশেষ করে যার সাথে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছি সেটা উচিত কিনা। প্রয়োজনে অন্যদের মতামতও নেওয়া

প্রয়োজন। কারণ, অনেক সময় নিজের সিদ্ধান্তে ভুলও হতে পারে ।

সে যা-ই হোক, বন্ধুত্ব গড়ে দু'জনের সম্মতি এবং মনের মিলের মাধ্যমে। কে না চায় প্রত্যেকের চলার জীবনে একজন ভাল বন্ধু পেতে? যে বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসবে, সময়ে অসময়ে, যে কোন মুহূর্তে পাশে থাকবে? তাই যেভাবে আমরা আশা করি ঠিক তেমন ভাবে আমাদেরও হতে হবে। অন্যের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর, তার প্রতিও তোমরা সবকিছুতেই সেরূপ ব্যবহার কর। *(মথি ৬:১২ পদ)*

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় ওমুকের সাথে তমুকের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিছুদিন যেতে না যেতেই সম্পর্ক শেষ। আর এই বিচ্ছেদের আসল কারণ খুঁজতে গেলে পাবো পরস্পরকে সময় না দেওয়া। আমরা এতই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি যে এই সুন্দর সম্পর্কগুলোও ধরে রাখতে পারছি না। কারণ, ব্যস্ততার সাথে আমাদের জীবনটা এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছি, সেখানে থেকে বের হয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব। তাই বলি বন্ধুর কাছ থেকে আশা না করে বরং নিজেই হয়ে উঠি একজন ভাল বন্ধু। আমরা প্রত্যেকেই মানবিক দিক থেকে দুর্বল, ভাল-মন্দ দু'টো নিয়েই চলতে হয়। তাই যখন নিজের দুর্বলতা ও সবলতা নিয়ে সচেতন হবো তখনই সেভাবে বন্ধুকেও গ্রহণ করতে পারবো। শেষে একটি ছোট্ট গল্পে শেষ করি : এক মেয়ের দু'জন ছেলে বন্ধু। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কে প্রকৃত বন্ধু যাচাই করার জন্যে মেয়েটি পরীক্ষা করলো। ১ম ছেলেটির কাছে গিয়ে বললো, বন্ধু একজন বখাটে ছেলে আমাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, আমি আত্মরক্ষার তাগিদে তাকে খুন করে ফেলেছি, এখন পুলিশ আমার পেছনে তাড়া করছে তুমি আমাকে বাঁচাও। ছেলেটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললো কোন খুনী আমার বন্ধু হতে পারে না এই বলে তাকে বের করে দিল। মেয়েটি খুবই কষ্ট পেল। এর কিছুদিন পর আবার ২য় জনের কাছে গিয়ে একই কথা বলে আশ্রয় চাইলো। ছেলেটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দিল এবং তাকে সাহস দিল। সুতরাং, এই গল্প থেকে বুঝা যায় কে আসল বন্ধু। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন তাই হয়। এই সুন্দর সম্পর্ক যেন কোন যোগ্যতা, মর্যাদা, কিংবা সম্মানের মানদন্ডে মাপা না হয়। যেন সুন্দর একটি মন, সুন্দর একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে চিরদিন॥

বন্ধুত্বের মৃত্যু নেই

এমি ত্রিপুরা

ওর্নি চলনা আমার সাথে যাই, তুই কেন আজকের এই দিনে মনমরা হয়ে থাকিস। (ওর্নি কিছু না বলে মাথা নিচু করে বসে থাকে) কি? কিছু বলছিস না না যে?

ওর্নি: কোথাই যাব বল্, কিসের এতো তারা *তোর শুনি?*

লক্ষী: তুই কি জানিস না আজ বন্ধু দিবস? সেই উপলক্ষে আজ আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আজ তোকে নিয়ে ঘুরব , খাব আনন্দ করব।

ওর্নি: তুই শুধু শুধু সময় নষ্ট করিস নাতো। আজ পারবোনা অন্য একদিন যাব।

লক্ষী: কেন সময় নষ্ট করব ওর্নি, আমি কি তোকে নিয়ে কোথাও যেতে পারিনা? তোকে নিয়ে কোন আনন্দ করতে পারিনা? ওর্নি আমি তোকে অনেক ভালবাসি। আমি তোর সাথে সবসময় আনন্দে থাকতে চাই। আমি সবসময় তোর কাছে থাকতে চাই।

ওর্নি: *লক্ষী* তুই একটু থামতো। কেন এতো বকবক করছিস। ভাল লাগছে না আমার। তুই যা আমাকে একা থাকতে দে।

লক্ষী: তুই কেন এরকম করছিস? কি হয়েছে বল না। আজকের এই দিনে তোর কিছু না কিছু হয়ে থাকে। অথচ কি হয়েছে কি কষ্ট কিছু বলতে চাওনা। ওর্নি আমি তোকে অনেক ভালবাসি। তুই এই রকম থাকলে আমার অনেক কষ্ট হয়। সত্যি করে বলতো তুই আমাকে ভালবাসিস কিনা? আমি কি তোর বান্ধবী হওয়ার অযোগ্য?

ওর্নি: তুই একটু চুপ করবি? বলছিনা চলে যেতে, আমাকে একা থাকতে দে, বিরক্ত করিসনা।

লক্ষী: ঠিক আছে আর বিরক্ত করবনা, তুই যা চাস তাই হবে। বুঝেছি তুই আমাকে বান্ধবী হিসেবে মনে করিসনা। তোর সাথে আজ তিন বছরের বন্ধুত্ব অথচ তোর মুখ থেকে আজও শুনিনি তুই আমাকে ভালবাসিস।

ওর্নি: লক্ষী আমি তোকেও হারাতে চাইনা। ভালবাসি বলতে পারিনি শুধু হারানোর ভয়ে। এই বলে ওর্নি কাঁদতে লাগলো। কেন সবাই আমাকে একা রেখে চলে যায়?

লক্ষী: ওর্নি কি হয়েছে তোর? তুই এভাবে কাঁদছিস কেন? আমাকেও হারাতে চাসনা মানে কি? তোর জীবনে কাকে হারিয়েছিস? সে কে ছিল তোর জীবনে? দয়া করে বল্না॥

ওর্নি: তাহলে শোন,আজ থেকে নয় বছর আগের ঘটনা আমি একটি মেয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম। সেখানে প্রতি বছর নতুন মেয়ে ভর্তি হত। ঐ বছর নতুন মেয়ে ভর্তি হয় আমাদের হোস্টেলে। সে বছরে লক্ষী নামে নবাগত এক মেয়ে। হোস্টেলে সে ছিল নিষ্পাপ, সহজ-সরল। যেমন নাম তেমনি তার আচার-আচরণ সবার কাছে শোভনীয়। সে আমার কাছে আসে, কোন কিছু সাহায্যের জন্য, পড়াশুনা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়েও। সেও আমাকে সাহায্য করতে পেরে খুশী হতো। কোথাও গেলে আমাকে জানায়ে যায়, ফিরে আসলে আবার আগে আমার কাছে আসে। বলতে গেলে আমি যেন তার সব কিছু। সে যদিও আমার দু'এক বছরের ছোট, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে বন্ধুর মতো। এভাবে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সুন্দর এবং ঘনিষ্ঠভাবে। সে আমাকে খুব ভালবাসতো, আমিও তাকে অনেক ভালবাসতাম। কিন্তু সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

লক্ষী: কষ্ট? কি কষ্ট দিয়েছে তোকে?

ওর্নি: একদিন তার অসুস্থতা দেখা দিল। যার জন্য তাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। সবাই যখন স্কুলে চলে যাই সে তখন একা একা হোস্টেলে থাকে। তার যে এতো কষ্ট হতো মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতোনা, নিরবে সহ্য করত। অসুস্থতা নিয়ে রান্না ঘরে মাসিকে কাজে সাহায্য করত। পড়াশুনার চাপের কারণে তার কাছে যাওয়া হতনা আমার। একদিন সময় নিয়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছ ? কি অবস্থা তোমার? সেই উত্তর দিল-আমি ভাল আছি দিদি, আমার জন্য চিন্তা করনা ভাল হয়ে যাব। বাড়িতে যাব চিকিৎসা নেব সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। তুমি থাক আমার জন্য প্রার্থনা কর, সুস্থ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি। পরের দিন সে বাড়িতে গেল, ঐদিন থেকে তার সাথে কথা হয়নি কারণ ফোনে কথা বলা সুযোগ ছিলনা তাই। জানতেও পারিনি যে সে কেমন আছে? শুধু প্রার্থনা করেছি সে যেন সুস্থ হয়ে উঠে, অপেক্ষা ছিলাম সে কবে আসবে। দেড় সপ্তাহ পর খবর পেলাম সে আর নেই, আমাকে এবং সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে, আর জানিস লক্ষী, সে যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে সেই তখন আমাকে একপলক দেখে যেতে চেয়েছিল।

লক্ষী: তারপর ? এখন কি অবস্থা তোর ?

ওর্নি: তখন থেকে আমি খুব একা, মনে হয় আমার চারপাশে সবই শূন্য, আমার হাত ধরার মতো কেউ নেই।

লক্ষী: ওর্নি আগেও বলছি, এখনও বলছি আমি তোকে খুব ভালবাসি। সে সময় তোর কি অবস্থা হয়েছে আমি তা বুঝি। আমরা যাকে মন থেকে ভালবাসি,তাকে খুব তাড়াতাড়ি জীবন থেকে হারিয়ে ফেলি। যে ছেড়ে গেছে তাকে ভুলে যাও, যে সাথে আছে তাকে গুরুত্ব দাও। আমার দিকে তাকা , দেখ আমি তোর সেই লক্ষী। তোর সেই লক্ষী আবার ফিরে এসেছি। আমার উপর বিশ্বাস রাখ তোকে একা রেখে আমি কোথাও যাবনা এই কথা দিলাম তোকে।

ওর্নি: ঠিকই বলেছিস, তোকে পেয়ে আমি খুশী। তোর মধ্যে আমি সেই লক্ষীকে আবার ফিরে পেয়েছি। সে হারিয়ে যায়নি আমার হৃদয়ে সে আজও বেঁচে আছে এবং থাকবে। জানিস ভেবেছিলাম কোনদিন কাউকে ভালবাসবোনা, কিন্তু সেই ধনুক ভাঙ্গা পণ তোকে দেখার পর তোর সঙ্গ পাওয়ার পর ভেঙ্গে ফেলেছি।

লক্ষী: ওর্নি চল এবার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। দুজনে অনুষ্ঠানে গিয়ে মঞ্চে গান করল: ওগো বনধু আমার প্রিয় আমার চলার পথে সাথি হও...॥

বাংলাদেশের স্বীকৃতিবিহীন মুক্তিযোদ্ধারা
(The Unsung Freedom Fighters of Bangladesh)

বার্থা গীতি বাড়ৈ

আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে দোতলায় পাটি বিছিয়ে প্রথমে প্রার্থনা ও পরে পড়তে বসতাম। আর প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরের দরজায়, সদর রাস্তা থেকে এক ভিখারী তারস্বরে চিৎকার করে ভিক্ষা চাইতো। পড়ালেখায় ডিস্টার্ব হওয়ার কারণে আমরা মহা বিরক্ত হতাম। বড়দি বলতো "বেচারা গরীব মানুষ, যাই, ওকে একটু ভিক্ষা দিয়ে আসি" - এই বলে বস্তা ভরে কি জানি সব দিয়ে আসতো। মুক্তিযুদ্ধের পরে আসল ব্যাপারটা জেনেছিলাম। মা বাসায় বাসায় টিউশনী করার আড়ালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুষ্টিভিক্ষা করতেন। কারো বাসা থেকে চাল, কারো বাসা থেকে ডাল, তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, আলু, পেঁয়াজ, পটল (যার যা সাধ্যে কুলায়) সংগ্রহ করে বড়দির কাছে জমা রাখা হত। বড়দি ওই ভিখারীকে ভিক্ষা দেয়ার ছলে ওই মুষ্টিভিক্ষা নিয়মিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরবরাহ করতো। শহরের ভিতর ফিরিঙ্গি বাজার এলাকার ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ প্রাঙ্গনে গেরিলাদের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল; তাদের জন্যই এই অভিনব ব্যবস্থা। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মার এই গোপন মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের বিষয়টা ক্রমশঃ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছিল। এমনিতেই আসা যাওয়ার পথে মুসলিম লিগাররা/পাকিস্তানপন্থীরা মাকে কটাক্ষ করতো, টিটকারী দিত আওয়ামীলিগার হিসাবে। একদিন মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমি টয়লেটে যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম পল মামার পায়ে আমার কিশোরী বড়দি গরম পানি দিয়ে শেক দিয়ে দিচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বড়দি একটা ধমক দিয়ে বললো "যা এখান থেকে যা, মামার ফোঁড়া হয়েছে তাই ড্রেসিং করে দিচ্ছি"। আমিও সরল বিশ্বাসে তা মেনে নিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের পরে শুনেছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধ করতে যেয়ে পল মামার পায়ে গুলি লেগেছিল। আমার অতটুকু বড়দি সেবা শুশ্রষা করে সেই ক্ষত সারিয়ে তুলেছিল। এখন অবাক হয়ে ভাবি যে, পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে কিভাবে বদলে দেয়। একটি বারো বছরের কিশোরী কিভাবে একজন পূর্নাঙ্গ মহিয়ষী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। মা বাইরের দায়িত্ব আর বড়দি ঘরের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ভাইবোন, সব আশ্রিত মানুষজন সহ অতগুলো মানুষের খাবার-দাবারের তদারকী, আমাদের প্রার্থনা, লেখাপড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ, যুদ্ধাহতের সেবা শুশ্রষা, বৃদ্ধা মহিলার যত্ন সব কিছু কিভাবে সামলাতো আমার কিশোরী বড়দি!

নভেম্বর মাসের দিকে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে আমরা মাঝে মাঝে গভীর রাতে ছাদে উঠে দেখতাম বন্দর এলাকা আলোকিত হয়ে আছে কৃত্রিম চাঁদের মত আলোয় যা' আমাদের মিত্রবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনী বোমারু বিমান থেকে ছোড়ে, সেই পরিস্কার আলোতে পাকিস্তানী বাহিনীর নোঙ্গর করা যুদ্ধ জাহাজ গুলো টার্গেট করে বোমা ফেলতো, আর নীচ থেকে পাক বাহিনী সেই বোমারু বিমান গুলো লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তো। সেই কৃত্রিম চাঁদের পাশ দিয়ে মালার মত নীচ থেকে উপর হয়ে আবার নীচ দিকে সারিবদ্ধ ভাবে গুলিগুলো ঝরে পড়তো। মাঝেমধ্যে জাহাজ গুলোতে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর বোমার আঘাতে প্রচন্ড বিস্ফোরণ দেখা যেত। পুরো দৃশ্যটা যে কতটা ভয়ঙ্কর সুন্দর তা' ভাষায় বুঝানো যাবে না।

আমরা ছোট হলেও বুঝতে পারছিলাম যে ধীরে ধীরে পাকিস্তানীদের পরাজয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। প্রতিদিন ভোরে উঠে রাস্তার পাশে গাছ থেকে ঝরে পড়া শিউলী, বেলী ফুল গুলি কুড়িয়ে তা' গির্জার বেদীর সামনে অর্পণ করে ভোরের মিসায় যোগ দিয়ে বাসায় এসে, নাস্তা করে, স্কুলে যাওয়ার বিষয়টা ছিল আমার আর ছোট বোন স্মৃতির নিত্য দিনের অভ্যাস। সেই রকমই একদিন ভোরে উঠে শুনলাম দূর থেকে জয় বাংলা ধ্বনি আসছে। আমাদের বাসার সামনের রুম দখলকরা রাজাকার গুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সুরঞ্জন মামা পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে সামনে গিয়ে দেখে সেই কক্ষ একেবারে ফাঁকা, রাজাকাররা কখন জানি ভোরের অন্ধকারে পলাতক হয়েছে। তখনো স্টোভের উপর বিশাল কড়াইতে তরতাজা ইলিশ মাছের বড় বড় টুকরা রান্না করা। উল্লেখ্য যে, ওদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যে যা নিয়েই যেত (তরিতরকারী, ফলমূল বা মাছ) ওদেরকে একটা ভাগ দিয়েই তবে রেহাই পেত। ফলে রাজাকারদের বাজার সদাই নিয়ে চিন্তা করতে হত না।

জয়বাংলা ধ্বনি ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগলো। আবাল, বৃদ্ধা, বনিতা সবাই দীর্ঘ নয় মাসের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি আর বিজয়ের আনন্দে "জয়বাংলা" ধ্বনি তুলে পথে নেমে আসলো। সেই আনন্দ বর্ণনাতীত। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের বহু প্রতিক্ষিত বিজয় অর্জিত হল। কয়েকদিন পর শুনলাম (২০ ডিসেম্বর ১৯৭১) মুক্তিবাহিনীর একটা দল সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছে আর দলটির অন্যতম নেতৃত্বে আছে আমারই বাবা। যেই বাবার ছবি যথাসাধ্যই গোপন করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। আমাদের (ছোটদের) বলা হয়েছিল যে, কেউ বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, বাবা মারা গেছেন বহু আগেই। সেই বহু দিনের অদেখা বাবাকে দেখার জন্য গির্জা আর স্কুলের মধ্যবর্তী গেইট থেকে আমরা ভাই-বোনেরা সব উঁকিঝুঁকি দিতাম। দেখতাম মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে সারিবদ্ধ করে, টেবিলে বসে বাবা একে একে ডাকছেন আর অস্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করছেন।

(চলবে)

বন্ধু

জেরী ক্রুশ

একজন সত্য বন্ধু সেই
যে থাকবে অন্ধকারে আলো হয়ে
ভুল পথের বাঁধা হয়ে।

একজন ভালো বন্ধু সেই
যে দেখাবে সত্য পথের আলো
যে বোঝাবে কষ্টেও সুখের ভাষা
যে চিনাবে নিরাশায় বেঁচে থাকার আশা।

একজন সত্য বন্ধু সেই
বিপদে যে যাবে না কখনো ছেড়ে
সর্বদাই সে থাকবে ছায়া হয়ে ॥

করোনা মহামারী : কালবৈশাখী! না কালনাগিনী!

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

কালবৈশাখী ঝড়ে যেমন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায় মানুষের জীবন, আবার বিষাক্ত কালনাগিনী সাপের ছোবল যেমন কেড়ে নেয় মানুষের জীবন ঠিক তেমনি করোনা মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। মানুষ হারিয়েছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মান, হারিয়েছে চাকুরী, প্রিয়জন, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। শিক্ষার্থীরা স্কুল বন্ধ থাকাতে হয়েছে হতাশ। রাস্তা-ঘাঠে মাস্ক পড়ে মুখ ঢেকে রাখার যন্ত্রণা, বার বার স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ও আতঙ্কে থাকা জন জীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। এই সময় মানুষের জীবনে মানসিক শক্তি বেশি প্রয়োজন সেই সাথে ঈশ্বরের কাছে যেন গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করি। এই সময়ে কয়েকটি বিষয় আমরা গুরুত্ব দিতে পারি।

১। হতাশ নয় আশা রাখি : মানুষের জীবনে সুখের সময় আছে আবার দুঃখের সময় আছে। আমরা যিশুর জীবনের ২ টি বিষয়ে লক্ষ্য করি: **ক)** যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু **খ)** গৌরবের (পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন)। তাই বলা যায় এই একটা পয়সার যেমন ২ টা পিট থাকে তেমন মানুষের জীবনের ২ টা অধ্যায় আছে। একটি আনন্দের অন্যটি হলো দুঃখের (Life is not bed of Roses) । সুতরাং আমাদের দুঃখের সময় যেন হতাশ হয়ে না যাই বরং জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং মনের মধ্যে আশা সঞ্চার করি।

২। ভয় বা আতঙ্ক নয় বরং সচেতন হই: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বেশিরভাগই ভয় বা আতঙ্ক হয়ে আরো দুর্বল হয়ে যায়, হতাশ হয়ে যায়। আমরা জানি এই রোগে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ হয়। তাই আমরা যেন মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকি সেই জন্য মানসিক শক্তি সঞ্চার করি। সেই সাথে এই বিষয়ে সরকারী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ ও নির্দেশন পালন করি।

৩। গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করি : যিশু যিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন, অন্ধকে চোখে দেখার ক্ষমতা দিতে পারেন, অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন। তার কাছে গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা কবরে তিনি আমাদের এই মহামারী থেকে রক্ষা করবেন। ইতোমধ্যে পুণ্য পিতা ফ্রান্সিস মা মারীয়ার মাস উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে ২৪ ঘন্টা রোজারী মালা প্রার্থনা করা জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই সাথে ২৪ ঘন্টা আরাধনার নির্দেশনাও দিয়েছেন।

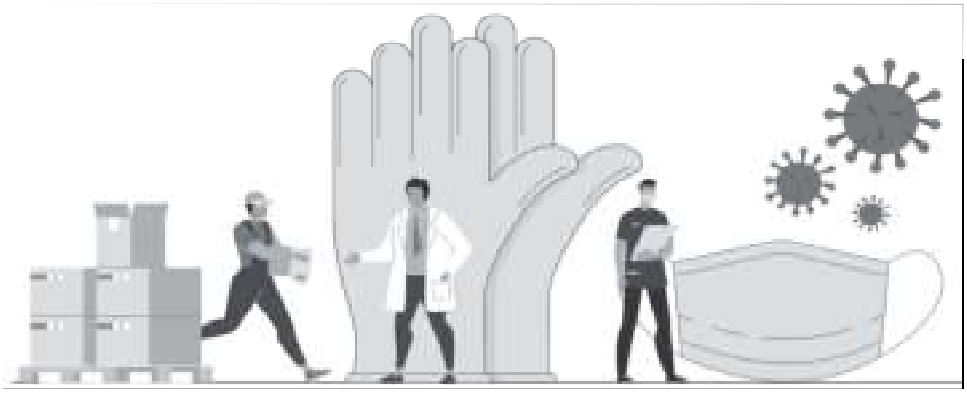

৪। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ব্যতিক্রম পদ্ধতি অবলম্বন করা: বর্তমান অন-লাইনের যুগ ঘরে বসে অনেকে প্রচুর টাকা উপার্জন করছে। তাই আমাদের যাদের সুযোগ আছে আমরা যেন অন-লাইন পদ্ধতিতে টাকা উপার্জন করে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনায়ন করি। এই মহামারীতে অনেক মানুষ কষ্টে আছে, অনেক মানুষের ঘরে খাবার নেই। তাই ছোট-খাট কোন ব্যবসাও শুরু করতে পারি।

৫। ধের্য ধরা ও মনে সাহস রাখি ও সুদিনের জন্য অপেক্ষা করি: ঈশ্বর আমাদেরকে এই সময় প্রচুর পরিমাণে ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাই আমরা যেন ধের্য ধরি ও মনে সাহস রাখি ও সুদিনের জন্য অপেক্ষা করি। মেঘের পরে যেমন আকাশে সূর্যের আবির্ভাব ঘটে ঠিক তেমনি এই মহামারীর পড়ে আমাদের সামনে সুদিন ও সুন্দর দিন হাতছানি দিচ্ছে। আমাদের জীবনে মনে সাহস রাখি ঈশ্বর আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিবেন।

৬। পরস্পরের পাশে থাকা: যাদের পরিবারে ও ব্যক্তিগত জীবনে চরম দুর্ভোগ ও দুরদশা নেমে এসেছে। আমাদের পরিচিত অসহায় পরিবারের পাশে যেন আমাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেই। মানুষের জীবনতো সবসময় একরকম থাকে না। তাই এই সময় পরস্পরের পাশে থাকা ও অন্যদের সার্পোট করা অতি জরুরী। আমাদের যাদের সামর্থ আছে আমরা যেন এই দয়ার কাজ ও সেবা কাজটি করি। এর মধ্যদিয়ে অনেক পরিবার ও মানুষের জীবন বেঁচে যাবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্বব্যাপী এই মহামারীতে আমরা যেন বিভিন্নভাবে পরস্পরকে রক্ষা করি। যিশু যেমন বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা। আমরা এই মহামারীতে পরস্পরকে সাহায্য করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন করবো এবং স্বর্গের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করবো। ঈশ্বর আমাদের এই দুঃসময় প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন, কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য দান করুন যেন একদিন আমরা এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি॥

রোনাল্ডের বিশ্বাস

পিয়াল লরেন্স গমেজ

রোনাল্ড হলো দরিদ্র পরিবারের ছেলে। তার বাবা হলেন একজন কৃষক। রোনাল্ডের স্বভাব নম্র, ভদ্র এবং আচার আচরণের দিক দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়। তার স্বভাবের জন্য রোনাল্ডের বাবা এবং প্রতিবেশীরা রোনাল্ডকে খুবই ভালোবাসে। রোনাল্ড পড়াশোনার দিক দিয়ে দুর্বল হলেও প্রার্থনার দিক দিয়ে খুবই ভালো। সে সবসময় নিয়মিত প্রার্থনা করে এবং নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহন করে। একদিন একজন ফাদার রোনাল্ডকে সেমিনারীতে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায় এবং রোনাল্ড সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেমিনারীতে প্রবেশ করে। সেমিনারীতে

রোনাল্ডের কার্যক্রম দেখে তার পরিচালকগণ খুব খুশি হয়। রোনাল্ড পড়াশোনায় দুর্বল দেখে তার পরিচালক নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আর এক পর্যায় গিয়ে রোনাল্ড পড়াশোনার দিক দিয়ে খুবই মনোযোগী হয়ে যায় এবং সকল পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে। রোনাল্ডের ভালো রেজাল্ট দেখে পরিচালকগণ, শিক্ষকগণ এবং রোনাল্ডের বাবা খুবই খুশি হয়।

এ ভাবেই দেখতে দেখতে রোনাল্ডের সেমিনারীর জীবন শেষ হয়ে যায়। রোনাল্ড তার বিশ্বাসে স্থির থেকে এক পর্যায়ে গিয়ে যাজক পদে অভিষিক্ত হয়। রোনাল্ডকে যাজকরুপে দেখে তার পরিবার খুবই খুশি হয় এবং রোনাল্ডকে আশীর্বাদ করে। রোনাল্ড যাজকপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর বিশপ মহোদয় তাকে একটি গ্রামের সহকারী ফাদার হিসেবে পাঠায় এবং সেই মিশনে গিয়ে তার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যাচ্ছে। এভাবেই রোনাল্ড তার প্রতিদিনকার জীবনে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে খ্রিস্টের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ধনী-গরীব, ছোট-বড় বিশেষভাবে দুষ্টদের ভালো জীবনপথে ফিরিয়ে আনতে কাজ করে চলেছে॥ ৯০

ভিয়ান্নী তুমি

শ্রাবণ নিকোলাস কস্তা

নামটি তোমার ছিলো যে জন মেরী
প্রার্থনা জীবনে কখনো হতো না দেরী।
তুমি ছিলে স্বর্গজয়ের অদম্য পালক
তাই তুমি হয়েছো যাজকদেরই চালক ।
আধ্যাত্মিকতায় ছিলে তুমি রত
তোমারই কার্যে যাজকত্বের ব্রত।
জীবনে তুমি করেছো মহৎ ত্যাগস্বীকার
শুনেছ ক্ষমা পাপী তাপী সকলের পাপস্বীকার।
হয়ে উঠলে ঈশ্বরেরই প্রীতিভাজন
ভালোবাসে তোমায় সকল যাজক।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পঞ্চ ইণ্ডিয় ব্যবহার করে মিয়ানমারের জনগণকে প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছাতে বলছেন ঈশ্বর

- কার্ডিনাল বো

মিয়ানমারে কোভিড-১৯ এর চলমান ত্রিমুখী বিপর্যয়, দ্বন্দ্ব ও অর্থনীতির বিপর্যয় অনাহার, বেকারত্ব, স্থানান্তর এবং দ্বন্দ্বের কারণে ও ঔষধ-অক্সিজেনের অভাবে শত-সহস্র মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় ঈশ্বর মিয়ানমারের জনগণকে আহ্বান করছেন

পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছতে। গত ২৫ জুলাই রোজ রবিবার খ্রিস্টযাগে উপদেশ দানের সময় ইয়াঙ্গুনের কার্ডিনাল চার্লস বো আহ্বান রাখেন যিশু যেমনি পাঁচটি রুটিকে বৃদ্ধি করে অনেক মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন তেমনি মিয়ানমারের জনগণও তা করতে পারেন তাদের ইন্দ্রিয়গুলোর যথার্থ ব্যবহার করে। ১ ফেব্রুয়ারিতে সেনা অভ্যুত্থানে অং সাং সূচির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার মধ্যদিয়ে দরিদ্র দেশটি আরো কঠিন সংকটে পড়েছে। সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই তা বিরোধিতা করে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল ও আন্দোলন। ফলশ্রুতিতে খাদ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম হয়েছে আকাশচুম্বী। সশস্ত্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাথে সেনাবাহিনীর পুরোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে আর যার দরুন ২১১,০০০ জনকে বাড়ি-ঘর ছাড়া করেছে সেনাবাহিনী ।

মহামারী করোনা-১৯ এর তীব্র প্রকোপে হাসপাতালগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং অক্সিজেনের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। গত রবিবার (২৫ জুলাই) ২৪ ঘন্টায় মিয়ানমারে করোনাভাইরাসের কারণে ৩৫৫জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং নতুন ৪,৯৯৮জন আক্রান্ত হয়েছে। দেশে মোট ২৬৯,৫২৫জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। হরতাল ও জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে হাসপাতালগুলো কার্যত খালি এবং স্বাস্থ্যসেবা নেই বললেই চলে। এমনিতর অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে এবং মৃতদেহগুলোর সমাধি দেবার ব্যবস্থা করছে। ২২ জুলাই মিয়ানমারের পাথেইন এর বিশপ জন হাসেনে হাইগি করোনাভাইরাসে মারা গেলে মিয়ানমারের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো তার ভাই বিশপকে বর্ণনা করেন; অমায়িক, সহানুভূতিশীল, বিদ্বান, এবং প্রান্তিকজনের সঙ্গী সদা হাস্যময় পালক বলে।

ক্ষুধা ও অনাহার: ইস্রায়েলীয়দের ক্ষুধা, যিশু কর্তৃক ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করে কার্ডিনাল বো বলেন, ছয় মাস অসহনীয় কষ্ট সহ্য করার পর সম্ভবত অনেক মানুষই ঈশ্বরের উপর রাগান্বিত; তারা অভিযোগ তুলছে কেন ঈশ্বর তাদের সাহায্যে আসছেন না। খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসাসেবা, অক্সিজেন এবং ন্যায্যতার জন্য দুঃসহ যন্ত্রণা অভিজ্ঞতা করছে মিয়ানমার।

মানব ও সম্পদে ঐশ্বর্যবান: ৭২ বছরের কার্ডিনাল উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বর মিয়ানমারকে প্রাকৃতিক সম্পদে ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষে ভরপুর করেছেন। মিয়ানমারের এই সম্পদগুলো বাইবেলে বর্ণিত সেই পাঁচখানা রুটির মতো যা দিয়ে মিয়ানমারের ৫৫ মিলিয়ন মানুষকে খাওয়ানো হবে। তথাপি এই ঐশদান আমাদের মানুষেরা কৌশলে সরিয়ে রাখছে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থা মিয়ানমারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, দেশের ৩.৪ মিলিয়ন মানুষ অনাহারে দিন কাটায়।

সহানুভূতি: এমনিতর অবস্থায় ঈশ্বরের সহানুভূতিশীলতা বা করুণার বাস্তবায়ন দরকার; যে সহানুভূতিশীলতা যিশুকে মানব যন্ত্রণা সহ্য করতে তাগিদ দিয়েছে। যিশু দেখছেন, আমাদের মানুষেরা অক্সিজেন ও ঔষধের অভাবে মারা যাচ্ছে। তিনি দেখছেন আমাদের মানুষেরা তাদের প্রিয়জনদের সমাধি দিতে কবরে অপেক্ষা করছেন, তিনি স্থানান্তরিত ও ভগ্ন হৃদয়ের মানুষের কান্না দেখছেন। আমরা প্রার্থনা করি যিশু যেন আমাদেরকে পাঁচটি রুটিসম সান্ত্বনা, নিরাময়, শান্তি, ন্যায্যতা ও সমৃদ্ধি দান করেন।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক কাজ: এশিয়ান বিশপ সম্মিলনীগুলোর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল বো বলেন, ঈশ্বও কখনো চুপ করে থাকেন না। তিনি তাঁর সময়ে আসেন। তাঁর সাড়াদান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যদিয়েই শুরু হয়। এই মহামারীর সময়ে ঈশ্বর মিয়ানমারের জনগণকে বলছেন: দেখা, শোনা, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ - এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়ে পাঁচটি রুটির আশ্চর্যকাজের ন্যায় কাজ সংঘটিত করতে। যেন জনগণ অন্যদের কষ্ট দেখতে চোখ বন্ধ করে না রেখে যিশুর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে মানুষের কষ্টটা দেখে। যিশুর ন্যায় তারাও হাজারো মানুষের ঔষধ-অক্সিজেন না পাবার কান্না শুনে তা দিতে সাড়া দিবে। যিশুর ন্যায় তারাও কষ্টভোগী মানুষদের যন্ত্রণার স্বাদ নিবে ও কষ্ট অনুভব করে তা লাঘবে সাড়া দিবে। উত্তম মেষপালকের মতো মণ্ডলীও তাঁর মেষদের কাছে থাকবে, তাদের গন্ধ নিবে এবং আক্রান্তদের সেবাদানে সচেষ্ট হবে। সর্বোপরি প্রভু চান ভক্তকূল যেন ভালোবাসার স্পর্শ নিয়ে যেন যন্ত্রণাকাতরদের পাশে দাঁড়ায়।

জাপানের মণ্ডলীতে "শান্তির জন্য ১০ দিনের" বিশেষ প্রার্থনা

'সকল জীবন রক্ষা পেলে শান্তি সৃষ্টি হবে' - বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে এ বছর ৬-১৫ আগস্ট পর্যন্ত জাপানে ১০দিনের বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান হবে। যে প্রার্থনাতে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণ করা হবে। জাপানী কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট

নাগাসাকির বিশপ যোসেফ মিৎতসুয়াকি তাকামি জানান, মূলভাবটি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের জাপান প্রৈরিতিক সফরে যে উদ্দেশ্য ছিল তাকে কেন্দ্র করে। যেখানে ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে, নিউক্লিয়ার বোমার ট্র্যাজেডি ও বর্তমান সময়েও এর ঝুঁকির সম্ভাবনা। বিশপ যোসেফ উল্লেখ করেন, সারাবিশ্বেই সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শরণার্থী সংকট এবং আমেরিকা ও চীনের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ শান্তি স্থাপনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমনিতর অবস্থান আমরা জাতিসমূহকে আহ্বান করি, ধৈর্যশীল সংলাপ চালিয়ে সুসম্পর্ক তৈরি করতে। কোভিড-১৯ মহামারীর এই সময়ে আমাদের এই বিশ্বে আরো বেশি সংহতি প্রয়োজন। বিশেষ করে ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর দরিদ্র দেশগুলোকে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। কেননা ভাই-বোন হিসেবে পারস্পরিক আস্থাই সকল জীবনকে মর্যাদা দান করে। তাই কোন পটভূমি না খুঁজে সকল জীবনকে রক্ষা করা আমাদেও প্রাধান্য হওয়া দরকার। এভাবে আমরা শান্তি বৃদ্ধি করতে পারবো। কেননা জীবন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই নয়, কিন্তু তা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলে।

'শান্তির জন্য ১০ দিন'- এ আন্দোলন জাপানী বিশপদের উদ্যোগে শুরু হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পলের হিরোশিমার জন্য শান্তি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। পোপ ফ্রান্সিসও এ আন্দোলনে জড়িত হন এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে জাপানে তার প্রৈরিতিক সফরে তিনি শান্তির উপর জোর দিয়ে বলেন পারমাণবিক অস্ত্র অধিকারে রাখাও অনৈতিক।

ভিয়েতনামের ভিন্হ ডাইয়োসিসে একসাথে ৩৪জন যাজকের অভিষেক

২৫ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ভিন্হ ডাইয়োসিস, ভিয়েতমানের জন্য একটি দারুণ আনন্দের ও আশীর্বাদের দিন। কেননা এই দিনে ৩৪জন যুবক যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হলো, যারা প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য মিশনারী হয়ে ওঠবে - এ কথাগুলো বলে ভিয়েতনামের বিশপ আরফন্স এনগুয়েন হো লং তার আনন্দ অভিব্যক্তি ভাতিকানের ফিসেদ নিউজ এজেন্সির কাছে তুলে ধরেন। অভিষেক খ্রিস্টযাগে তিনি উল্লেখ করেন, এই নতুন যাজকেরা বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীর সময় নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও উত্তম সামারীয় হয়ে ওঠবেন। যারা ক্ষত-বিক্ষত মানুষের শরীর ও আত্মার যত্ন নিবে সহানুভূতির সাথে।

কেওয়াচালাতে যুবক-যুবতিদের নিয়ে নৈতিকতা ও করোনা বিষয়ক সচেতনতা মূলক সেমিনার

সিস্টার এলিজাবেথ পিমে ▯ ১৪ জুন সোমবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কেওয়াচালা সাধু আগষ্টিনের ধর্মপল্লীতে ৭০জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৈতিকতা ও করোনা বিষয়ক সচেতনতা মূলক সেমিনার হয়েছে। সেমিনার শুরু হয় বিকেল ৩টায়। শুরুতে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া সকলের উদ্দেশে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বর্তমান এ মাল্টিমিডিয়ার যুগে আমাদের প্রত্যেকজন যুবক-যুবতিকে হতে হবে খুবই সচেতন ও সক্রিয়। প্রতিদিনের সংবাদ দেখলে আমরা দেখতে পাই কত ধরনের অনৈতিক কাজ মানব সমাজের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। যা থেকে আমাদের খ্রিস্টান সমাজও বাদ নয়। এরপরে মূল বিষয়ে কথা বলেন সিস্টার শ্যামলি পিমে। খ্রিস্টান ছেলে ও মেয়ে হিসাবে কি কি করণীয় তিনি তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন মানুষ শব্দটি বিশ্লেষন করলে যা দেখা যায় তা হলো মান+হুস =মানুষ। মানুষের জীবন খুবই মূল্যবান। মানুষের সম্মান আছে, মর্যাদা আছে, এ মানসম্মান নিয়ে আমাদের খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের সমাজে চলতে হবে। এর পরে বনানী সেমিনারির সেমিনারিয়ান রিকসন কস্তা তার জীবনের আহ্বান বিষয়ে যুবক-যুবতিদের সাথে সহভাগিতা করেন। পরে বিকেল ৫:১৫মিনিটে টিফিনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে মেডিকেল ক্যাম্প

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▯ পাহাড়বাসীদের জন্যে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের স্বাস্থ্য কমিশন গত ২৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ খাগড়াছড়ি মিশনে একদিনের মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। সকালে মেডিকেল টিম চট্টগ্রাম হতে খাগড়াছড়ি পৌঁছে দিনের কর্মসূচী শুরু করে। প্রথমে স্থানীয় সিস্টার সেমিতা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা ও ফুলের তোড়া দিয়ে সমাগত অতিথীদের স্বাগতম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরে স্থানীয় পাল-পুরোহিত ফাদার রবার্ট গনসালভেছ মেডিকেল টিমে আগত ডাক্তার, সিস্টার, নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। এরপর সিস্টার নীতা সিএসসি মেডিকেল টিমের সবার পরিচয় পর্ব পরিচালনা করেন। ডাঃ তপন কুমার দাস ও ডাঃ শলোমন মারান্ডী বর্তমান প্রেক্ষাপটে রোগী সেবা, পরিচর্যা ও ঔষধ সেবনের বিষয়ে সহজ ভাষায় কথা বলে দিনের কর্মসূচীর সার সংক্ষেপ বুঝিয়ে দেন। সকাল হতে বিভিন্ন দূরবর্তী গ্রাম এলাকা হতে পাহাড়ী লোকজন চিকিৎসা গ্রহণের আশায় সমবেত হয়। স্বাস্থবিধি ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে নাম রেজিষ্ট্রেশন করা ও কুপন সংগ্রহ করে চিকিৎসকের কাছে একের পর এক রোগী চিকিৎসা সেবা অর্থাৎ বিভিন্ন রোগ ও দন্ত চিকিৎসা গ্রহণ করে প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে ঔষধ পথ্য গ্রহণ করে যার যার এলাকায় ফিরে যায়। বলাবাহুল্য রোগী সেবা গ্রহণের সংখ্যা ছিল ৯০ জন। ঐদিন বিরতিহীনভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সবাইকে চিকিৎসা সেবাদানের কাজ চলে। মেডিকেল ক্যাম্পের উদার এবং দয়ার কাজে সুচিকিৎসা পেয়ে পাহাড়ী জনগন খুবই সন্তুষ্ট, কৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রত্যাশা আবার যেন এভাবে তারা চিকিৎসা সেবা লাভ করে॥

বারাকায় কোভিড-১৯ মানবিক সাড়াদান কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ গত ২৮ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বারাকা ছেলে ও মেয়ে পথশিশু দিবা ও রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র এর কর্ম এলাকা বাবুবাজার ও তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলে অতিমারী কোভিড ১৯ এর প্রার্দুভাবের ফলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক দুরাবস্থা মোকাবেলায় ৯২টি দরিদ্র পরিবারকে আলোকিত শিশু প্রকল্পের আওতায় বারাকা ছেলে ও মেয়ে পথশিশু দিবা ও রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র এর পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উল্লিখিত সংখ্যক পরিবারকে ১বক্স মাস্ক ও ১ বোতল হ্যাণ্ড স্যানিটাইজারও

প্রদান করা হয়। "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য" এই স্লোগানকে সামনে রেখে কোভিড-১৯ মানবিক সাড়াদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় বারাকা নিজস্ব অফিস ৭ হায়বৎ নগর লেন, বাবুবাজারে। উক্ত কর্মসূচীতে বারাকার আলোকিত শিশু প্রকল্পের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুদান প্রদান করেন ইনচার্জ মি: আবুল কাশেম সরকার ও সহকারী এডুকেটর মি. নবী হোসেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

রিজেন্ট তন্ময় যোসেফ কস্তা ▯ গত ২১ জুন, সোমবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জাফলং সাধু প্যাট্রিকের ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ২জন ফাদার, ১জন সেমিনারীয়ান, ৮জন এনিমেটর ও ৭০জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যকারী জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা উপদেশে বলেন-যিশু শিশুদের ভালবাসেন। শিশুরা হল নিষ্পাপ, যিশু যেমন শিশুদের ভালবেসেছেন, তেমনি আমরা যেন শিশুদের ভালবাসি। আমরা যেন সব সময় ভালপথে চলি, পিতামাতার বাধ্য থাকি। আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠি। কারণ আমরা হলাম দেশ ও মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। খ্রিস্টযাগের পর রিজেন্ট তন্ময় কস্তা শিশুদের কি করণীয় সেই সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এরপর থাকে শিশুদের খেলাধুলা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। দুপুরের খাবারের পর ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াকে ফুলের মধ্যদিয়ে জাফলং ধর্মপল্লীতে শুভেচ্ছা জানান হয়। তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন- তোমরা হলে জাতির ভবিষ্যৎ, সম্পদ। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য যোগ্যভাবে গড়ে উঠতে হবে। তোমরা যেন মণ্ডলী ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পার। এরপর ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শেষে ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিকাল ৩টায় এই অনুষ্ঠানের সমাপ্ত করেন॥

গোল্লা ধর্মপল্লীতে ১৬ ঘন্টা আরাধনা

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ▯ মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে গোটা বিশ্ববাসীর মুক্তির জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ২৪ ঘন্টা পবিত্র আরাধনায় সময় অতিবাহিত করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ২৬ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, গোল্লা ধর্মপল্লীবাসী ১৬ ঘন্টা গ্রামভিত্তিক প্রার্থনা ও আরাধনার দায়িত্ব পালন করেন। সকাল ৬ ঘটিকায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সারাদিনের প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। মানুষ যেন আবার স্বাভাবিক জীবন, সুস্থ করোনা মুক্ত পৃথিবী, কর্মসংস্থান এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যেন পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করা হয়। রাত ১০ ঘটিকায় পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানলি কস্তা পবিত্র সাক্রামেন্তের আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং উপস্থিত ঐশজনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে দিনের আধ্যাত্মিকপূর্ণ প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক ▯ গত ১৯ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসে আঠারগ্রাম অঞ্চলের জন্য 'সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার' হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পালকীয় মিলনায়তনে আর্চডাইয়োসিশান ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং আঞ্চলিক পালকীয় পর্ষদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়। 'সবুজ বসতবাটি ও ভ্রাতৃসমাজ গড়ি : সামাজিক ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নবায়ন করি' শিরোনামে সেমিনারে বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও উপধর্মপল্লীর সমাজপ্রধান, শিক্ষক-ধর্মশিক্ষক, পালকীয় পর্ষদের নেতৃবৃন্দ ক্রেডিট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও সমাজকর্মীসহ ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল- ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর প্রৈরিতিক পত্র 'লাউদাতো সি' ও 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' এবং সাধু যোসেফের জীবন গভীরতর অনুধ্যানে মানব ব্যক্তির মর্যাদা, শিশু-কিশোর-যুবক, নারী, অভিবাসী ও শরণার্থী, অবিচ্ছেদ্য সৃষ্টি ও পরিবেশ, করোনাভাইরাস মহামারী, দরিদ্র ভাইবোনদের সেবাযত্ন, রাজনীতি এবং চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনুধ্যান করা; এই অবস্থা নিরিখে সংলাপ ও সবকিছু সংযুক্ত থাকার ভিত্তিতে সবাইকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধুত্ব নবায়নে উদ্বুদ্ধ করা; প্রৈরিতিক পত্রসমূহের মৌলিক শিক্ষা অনুধ্যান করে আমাদের জীবনযাত্রায় গভীর রূপান্তর এবং প্রয়োজনীয় ও প্রয়োগিক পরিবর্তনের নতুন আহ্বানে সাড়াদানের মাধ্যমে পালকীয় কার্যক্রম আরো বেগবান করা। সিস্টার শিল্পী রোজারিও সিএসসি'র প্রার্থনা ও হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং আঠারগ্রাম পালকীয় অঞ্চলের সমন্বয়কারী ফাদার স্ট্যানিসলাস গমেজ'র শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম আরম্ভ। 'সাধু যোসেফ এর জীবন-ধ্যানে সবুজ বসতবাটি এবং ভ্রাতৃসমাজ গড়ি' বিষয়ে অনুধ্যান উপস্থাপন করেন বারাকা পরিচালক এবং ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সদস্য ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি; ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর প্রৈরিতিকপত্র 'লাউদাতো সি' ও 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সহভাগিতা করেন সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি; পোপ মহোদয়ের পত্রসমূহের আলোকে সহজ-সরল সমৃদ্ধ জীবনের বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ ও আদর্শ উল্লেখ করে প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন কারিতাস এশিয়া'র প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও। সেমিনারে সাধু যোসেফ পরিবার ও সমাজ সুরক্ষা প্রদানকারী হিসেবে বিভিন্ন গুণাবলী, খ্রিস্টভক্তদের ঐতিহ্যগত সামাজিক জীবন, সামাজিক সহাবস্থান ও সমদায়িত্ববোধ, শিক্ষকদের অবদান, নেতানেত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আর্থিক উপার্জনের সক্ষমতা, ক্রেডিট ইউনিয়নের সুফল, অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি, দীনদরিদ্র ভাইবোনদের যত্ন, অভিবাসী কর্মজীবীদের অবদান, ধর্মপল্লীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাড়ির আঙ্গিনায় বাগান ও গাছ-গাছড়া রোপণ বিষয়সমূহ সহভাগিতায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে কৃষিকাজে অনিহা, অনিরাপদ খাদ-শস্য, বাজেটবিহীন খরচ, আয় ও ব্যয়ের গরমিল, অতি পরিবেশন-ভোগ ও অপচয়, উৎসব ব্যয়ে সামাজিক চাপ, বিবাহ সমস্যা, জমি সংক্রান্ত জটিলতা, আয়াতিরিক্ত ব্যয় ও কিছু কিছু ব্যক্তির সাক্রামেন্তীয় জীবনে দূরত্ব বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠে। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাধু যোসেফের সহজ-সরল সমৃদ্ধ জীবনের মূল্যবোধ চর্চা, শিশু-কিশোর সুরক্ষা, পরিবারে শান্তি ও ভালবাসা অনুশীলন, পারিবারিক বাজেট অনুসরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ব্যয় হ্রাস, সঞ্চয় বৃদ্ধি, বুঝে-শুনে ঋণ গ্রহণ ও আপদ্‌কালীন তহবিল গঠন, পালকীয় মনোভাব নিয়ে শিক্ষক-সমাজপ্রধান ও ফাদার-সিস্টারদের পরিবার সাক্ষাৎ এবং বিবাহ সমস্যা নিয়ে সমাজে আলোচনার মাধ্যমে পালকীয় কার্যক্রম আরো সুরক্ষা প্রদানের মনোভাব ব্যক্ত ও অঙ্গীকার করেন। সেমিনারে সহায়ক হিসেবে ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সদস্য ফাদার সাগর ওএমআই, লিটন গমেজ, হিরণ গমেজ, টমাস গমেজ ও সেলেস্টিন রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাস গমেজ'র ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

জলছত্র মিশনে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও বিশ্ব পিতামহ ও পিতামহী দিবস পালন

সিস্টার সিমারীয়া তংপিয়ার সিএসসি ▯ পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সিদ্ধান্তে গত ২৫ জুলাই রবিবার, জলছত্র ধর্মপল্লীতে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও বিশ্ব পিতামহ পিতামহী দিবস পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রবীণদের পা ধূয়ে দেন তাদের নাতী-নাত্নীরা। এরপর সবাইকে ফুল ও যিশুর ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন পাল-পুরোহিত ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি। তিনি পরিবারে ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, দাদু, দিদিমাদের গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীতে পিতামহ-পিতামহী ও প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার প্রবেশ পাস্কাল রাংসা ▯ গত ২৫ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীতে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের নির্দেশমতে প্রথমবারের মতো বিশ্ব পিতামহ-পিতামহী ও প্রবীণ দিবস ছোট পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯টায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন উক্ত ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার প্রবেশ পাস্কাল রাংসা। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, 'বৃদ্ধ মা-বাবা, নানা-নানী, দাদা-দাদীরা আমাদের পরিবারে সূর্যের মতোই আলোদানকারী। তাই তারা যখন মারা যান, তখন আমাদের জীবনেও নেমে আসে অন্ধকার। মূলত, পরিবারের প্রবীণেরাই আমাদের মানবিক জ্ঞানদান করে, প্রার্থনা করতে শেখায় ও হাত ধরে গির্জায় আসতে শেখায় এবং জীবনের মূল্যবোধগুলো শেখায়। তাই আমরা যেন পরিবারের প্রবীণদের যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা করি ও প্রয়োজনীয় যত্ন নিই। পিতা-মাতা যারা আছেন, আমরা যেন সন্তানদের সামনে প্রবীণদের অবহেলা না করি বরং যত্ন নিতে শেখায়।' এরপর গ্রাম কাউন্সিল চেয়ারম্যান এক্সিবিশন বনোয়ারী বলেন, 'আমি আগে কখনও এভাবে মণ্ডলীতে নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস উদযাপন করতে দেখিনি। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই সকল প্রবীণদের।' উক্ত অনুষ্ঠানে ৬০জন প্রবীণ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ ধর্মপল্লীতে কর্মরত ৩জন সিস্টার, কিছুসংখ্যক ক্যাটেখিস্ট এবং কিছুসংখ্যক খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে, ফাদার প্রবেশ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ॥

খাগড়াছড়িতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▯ গত ১৩ জুলাই খাগড়াছড়ি প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লীতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এদিন বিকাল ৪টায় সিস্টারগণ, পাড়ার ৭জন মাষ্টার এবং স্থানীয় ২জন খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিরবে প্রার্থনা করে তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা জ্ঞাপন করা হয়। স্বল্প পরিসরে আর্চবিশপ মজেসের কর্মময় জীবন ও খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদান, পালকীয় পরিকল্পনা, নির্দেশনা, উপদেশ ও জীবন কথা স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা হয়। তাঁর ধার্মিকতা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা এবং সেবাদান অকপটে সবাই প্রকাশ করেন। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন ফাদার রবার্ট গনসালভেছ। স্মৃতিচারণ শেষে আর্চবিশপ মজেসের আত্মার শান্তি কামনায় তৈরী প্রার্থনার কার্ড থেকে প্রার্থনা করা হয়। উল্লেখ্য পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে পবিত্র বেদীতে আর্চবিশপ মজেসের প্রতিকৃতিতে পবিত্র জল সিঞ্চন ও খ্রিস্টযাগ নিবেদন করা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে এক একজন সামনে এসে আর্চবিশপ মজেসের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন শেষ হয়॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ অভিযান

গত ৯ জুলাই গৌরনদী ধর্মপল্লীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র "লাউদাতো সি" এর মর্মবাণীকে সামনে রেখে পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরিবেশের সুরক্ষায় ও যত্নে বিশ্বের প্রতি পুণ্যপিতার আহ্বান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের উদ্দ্যোগকে সম্মান জানিয়ে কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের সহযোগিতায় গৌরনদী ধর্মপল্লীতে বৃক্ষরোপন অভিযান অনুষ্ঠিত হয় গৌরনদী ধর্মপল্লীতে "লাউদাতো সি" আম্র কাননের শুভ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে। শুভ উদ্বোধন করেন কারিতাস বরিশাল অঞ্চেলের পরিচালক ফ্রান্সিস বেপারি ও ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ। সেই সাথে ধর্মপল্লীর প্রতিটি পরিবারকে দু'টি করে আমড়া এবং দু'টি করে আমলকি চারা বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে গৌরনদী ধর্মপল্লীতে কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের সহযোগীতায় প্রায় ৩০০০ হাজার বৃক্ষ রোপণ করা হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	..... ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	..... ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 27
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৭
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 August, 2021, ১৭ - ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গধামে যাত্রার প্রথম বছর

প্রয়াত ফিলোমিনা রোজারিও (কামিনী)
প্রয়াত জার্মন রোজারিও (স্বামী)
জন্ম: ২৯ আগস্ট ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করান, নাগরী মিশন

প্রিয় মা,

দেখতে-দেখতে একটি বছর হয়ে গেলো, তুমি আমাদের রেখে পরপারে চলে গেলে। মা, প্রতিটি মুহূর্ত তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদেরকে কাঁদায়। তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ, মিতুক, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রার্থনাশীল সৎ মানুষ যা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অনুনয়, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ করো এবং সর্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে পরিচালিত করো।

মা, তোমার কাছে আমাদের পরিবারের সবার জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য বিশেষ আর্শিবাদ চাই যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি।

রেখে যাওয়া তোমার শোকার্ত পরিবারবর্গ :
ছোট ছেলের পরিবার :
সঞ্চয় রোজারিও
ছেলের বউ: হেলেন রোজারিও
নাতনী: শ্যারেল ও শারলিন রোজারিও
নিউ ইর্য়ক, ইউএসএ

বড় ছেলে ও মেয়ের পরিবার:	মেজো ছেলে ও মেয়ের পরিবার:	সেজো ও ছোট মেয়ের পরিবার:
বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও ছেলের বউ: প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও নাতনী: লিভা, লিমা ও লিডা রোজারিও --- প্রভা রোজারিও মেয়ের জামাই: প্রয়াত বাবুল রোজারিও নাতি-নাতনী: সনি, রনি, রিংকু, সুমি, রুমি ও রুমা রোজারিও	স্বপন রোজারিও ছেলের বউ: আলো রোজারিও নাতি-নাতনী: লিজা ও শুভ রোজারিও --- প্রয়াত রুপালী রোজারিও (অবিবাহিত)	স্বর্ণ রোজারিও মেয়ের জামাই: প্রয়াত সমর গমেজ নাতি-নাতনী: মিতু ও হৃদয় গমেজ --- প্রয়াত সাগরিকা রোজারিও মেয়ের জামাই: স্বপন কস্তা নাতি-নাতনী: জেকলিন, জেরি ও লেরি কস্তা

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org